CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 June 2019 ■ আগরতলা, ৬ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের সব স্কুলের প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এক জায়গায়, পরীক্ষাসূচিও থাকবে একইরকম

৬৭টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নার্সারি পাঠক্রম চালুর সিদ্ধান্ত, শুরু ১ জুলাই থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। রাজ্যে বিদ্যালয়গুলির প্রশ্নপত্র এক ছাদের তলায় প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দফতর। অভিজ্ঞ শিক্ষকরা সারা রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। বুধবার এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম এবং নবম ও একাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র আগরতলায় তৈরি হবে। সাথে যোগ করেন, একই সময়ে সারা রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে ষাণ্মাষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে, রাজ্যের ৬৭টি বিদ্যালয়ে নার্সারি পাঠক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষের ১ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ওইসব বিদ্যালয়গুলিতে নার্সারি পাঠক্রম।

রাজ্যে সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে। ফলে, নিত্যনতুন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার মান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করা হলেও মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত প্রশ্নপত্রও তৈরি করতে হবে। তবেই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার মানের মূল্যায়ন করা যাবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্রের মান অত্যন্ত খারাপ। যেমন-খুশি প্রশ্নপত্র তৈরি হচ্ছে বিদ্যালয়গুলিতে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ন করা যাচ্ছে না।

তাই, রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির প্রশ্নপত্র তৈরির প্রক্রিয়াটি এক ছাদের তলায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, একেক জায়গার একেক রকম মানের প্রশ্নপত্র তৈরি হচ্ছে। এই প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। এর জন্য সেরা ২০ জন শিক্ষক বাছাই করা হবে। তাঁরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ওই ২০ জন শিক্ষককে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হবে। যাতে তাঁরা সেখানে প্রশ্নপত্র কীভাবে তৈরি হচ্ছে তার ধারণা সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হতে পারেন। তাতে তাঁদের ত্রিপুরায় প্রশ্নপত্র তৈরিতে সহায়তা মিলবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই ২০ জন শিক্ষকদের পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা সরকারের পদস্থ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁর পরিচলানায় আগরতলায় সারা ত্রিপুরার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি হবে। তিনি আরও জানান, বছরে দুটি পরীক্ষার সূচিও একসাথে করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাঁর কথায়, এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সূচি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষাণ্মাষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষার সূচি সমস্ত বিদ্যালয়ে একই থাকবে। তাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ উৎসব উপলক্ষে বুধবার আগরতলায় গেদু মিয়ার মসজিদে নামাজের মুহূর্ত। ছবি নিজস্ব।

লোন দেওয়ার নামে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুন ।। ওবিসি করপোরেশন লোন দেবার নাম করে প্রতারিত এক যুবক। ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া থানাধীন আইসিআইসিআই ব্যাংকে। সংবাদে জানা গিয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংক মানেজার কমল দাস ও অজয় দাস সহ ওবিসি করপোরেশনে অফিসার হয়ে ১ লক্ষ টাকা লোন পাইয়ে দেবার নাম করে গোলা বাড়ি এলাকার পিকলো ঘোষ যাবতীয় কাগজপত্র জমা দেয়। পরে চাকুরী পাওয়ার পর ব্যাংকে জানায় লোনের দরকার নেই। পরে জানতে পারে তার নামে ৫ লক্ষ টাকার লোন বের হয়। ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারে তার নামের টাাক কে বা কারা তোলে নেয়। পরে জানতে পারে অজয় দাস এর সহযোগিতায় জগদীশ দেববর্মা ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। পরে পিকলো জগদীশ দেববর্মা ও অজয় দাসের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে।

সোনামুড়ায় আটক আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়া ট্রানজিট রিমান্ডে নিতে আসছে মিজোরাম পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়াকে জালে তুলেছে পুলিশ। বুধবার ভোরে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে সামসুল আলম (৫০) নামের ড্রাগ মাফিয়াকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে মিজোরামের চাম্পাই থানায় মাদক পাচারের মামলা রয়েছে। সোনামুড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, মিজোরাম পুলিশকে তার গ্রেফতারির খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ত্রিপুরার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। ধৃত সামসুল আলমকে ট্রানজিট রিমান্ডে মিজোরামে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, মাদক পাচারে ত্রিপুরাকে কড়িডর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে, আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়াদের এখন ত্রিপুরায় অবাধ বিচরণ, তা সামসুল আলমের গ্রেফতারিতে স্পষ্ট। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সোনামুড়া থানার পুলিশ।

সোনামুড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, মিজোরামের চাম্পাই থানায় সামসুলের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের মামলা রয়েছে। তাই গ্রেফতারি এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে। ওসি-র কথায়, সামসুল নিজেকে অসমের শিলচরের বাসিন্দা বলে ত্রিপুরায় পরিচয় দিয়েছে। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওই বাড়িতে ১৫ দিন ধরে ভাড়াটে হিসেবে জীবনযাপন করছিল সে। কিন্তু, তার প্রকৃত ঠিকানা হল মায়ানমার। ওসি দাবি করেন, মায়ানমারের আরকান প্রদেশের বাসিন্দা সামসুল আলম। আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়া হিসেবে তার যথেষ্ট কুখ্যাতি রয়েছে। তিনি বলেন, ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের উদ্দেশ্যেই সামসুল এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল।

সোনামুড়ায় কীভাবে সামসুল বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, সেই তদন্ত খুবই জরুরি বলে মনে করছে পুলিশ। সোনামুড়া থানার ওসি-র মতে, পরিচয় ছাড়া এভাবে বাড়ি ভাড়া নেওয়া সম্ভব নয়। তাই, তার সাথে যুক্তদেরও খুঁজে বের করতে হবে। সে মোতাবেক তদন্ত চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, মিজোরাম পুলিশকে ইতিমধ্যেই সামসুল আলমের গ্রেফতারির খবর দিয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। মিজোরামের চাম্পাই থানা থেকে পুলিশের এক বিশেষ দলও ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সোনামুড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, মিজোরামের চাম্পাই থানার পুলিশ সামসুল আলমকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাবে। তবে সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য বেরিয়ে আসবে তা মিজোরাম পুলিশ ত্রিপুরা পুলিশকেও জানাবে।

রাজ্য জুড়ে পালিত খুশির ঈদ মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। গোটা বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে সারা ত্রিপুরায়ও উদযাপিত হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতর। এ-উপলক্ষ্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পবিত্র নামাজ আদায় করার জন্য ভিড় জমান। রাজ্যের সবচেয়ে বেশি লোক এক সঙ্গে নামাজ আদায় করেন রাজধানী আগরতলার গেদু মিঞার মসজিদে। একশো বছরের বেশি প্রাচীন এই মসজিদে এক সঙ্গে প্রায় এক হাজারের বেশি মুসল্লি নমাজ পড়েন। বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও এসেছিল এখানে। এসেছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সহিদ চৌধুরীও। বহিঃরাজ্য থেকে অনেকে আগরতলায় রয়েছেন চাকরি ও ব্যবসার জন্য, তাঁরাও এখানে নমাজ আদায় করেন। এখানে ইমামতি করেন মৌলানা আব্দুল রহমান।

নমাজ শেষে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান ও কুশল বিনিময় করেন। অনেকে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গরিব মানুষদের মধ্যে নানা সামগ্রী-সহ অর্থ দান করেন। নমাজ শেষে মৌলানা সংবাদ মাধ্যমকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২৯ লক্ষ টাকার ইয়াবা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। রাজ্যের সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার শালপুকুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে নেশাদ্রব্য উদ্ধার করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। টিআর ০১ ই ৩০৩৬ নম্বরের একটি অটো রিকশা সোনামুড়া থেকে সীমান্তবর্তী বাঁশপুকুর গ্রামে যাওয়ার পথে সীমান্তে টহলদারী বিএসএফ-র চেক পয়েন্টে অটোটিকে দাঁড়াতে বললে চালক গতি বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য জওয়ানরা অটো রিকশাটিকে আটক করে।

অটোতে তল্লাশি চালিয়ে ৫,৮০০টি নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ট্যাবলেটের সঙ্গে অটো রিকশা-সহ তার চালককে বিএসএফ আটক করে। অটো চালকের নাম আনোয়ার হোসেন। বাজেয়াপ্তকৃত ইয়াবার বাজারমূল্য ২৯ লক্ষ টাকা বলে বিএসএফ-এর তরফে জানানো হয়েছে।

পরে বাজেয়াপ্ত ইয়াবা এবং অটো-সহ চালককে স্থানীয় সোনামুড়া থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। আটক আনোয়ারের বিরুদ্ধে এফআইআর-এ ভিত্তিতে এক মামলা দায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত আদিবাসী কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। আগরতলা কংগ্রেস ভবনে বুধবার আদিবাসী কংগ্রেসের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক থেকে আসন্ন এডিসি নির্বাচনের রণ কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে উপজাতি অংশের জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় ভোটদান করায় সকলকে অভিনন্দন ও কতৃজ্ঞতা জ্ঞাপনা করেছে আদিবাসী কংগ্রেস কমিটি।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল অনেকটাই শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে ভোটের ফলাফলের যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে প্রধান বিরোধী দল সিপিএমকে অনেক পেছনে ফেলে সিপিআইএম রাজ্য বিরোধী দল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে। ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তাতে দেখা গেছে, উপজাতি অংশের জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় কংগ্রেস দলের প্রার্থীকে ভোটদান করে কংগ্রেস দলকে উজ্জীবিত করেছেন। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দিক বলে বৈঠকে আলোচনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক, গুরুতর জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। মোটর বাইক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর পাশাপশি গুরুতর জখম হয়েছেন দুজন। ঘটনা বুধবার বিকেলে ঘটেছে ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত সাব্রুম মহকুমার মগবাড়ি এলাকায়। নিহতকে বাইখোড়ার এসএসবি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জনৈক শ্রীমন্ত বৈদ্যের ছেলে অশোক বৈদ্য বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আহত দুজনের নাম দিলীপ দেবনাথ এবং সঞ্জীব কর।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ বিকেলে সাব্রুম শহরের মনুবাজার থেকে বাইখোড়া যাওয়ার পথে মনুবাজার বিএসএনএল অফিস সংলগ্ন সেতুর কাছে মগবাড়ি এলাকায় রাস্তার পাশে একটি মোটর বাইক-সহ তিনজনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন অগ্নিনির্বাপক দফতরে। খবর পেয়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি নিয়ে কর্মচারীরা ছুটে আসেন। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে মনুবাজার হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে অপর দুই আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সংকটজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য গোমতী জেলার ত্রিপুরাসুন্দরী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

নিহতকে বাইখোড়ার এসএসবি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জনৈক শ্রীমন্ত বৈদ্যের ছেলে অশোক বৈদ্য বলে শনাক্ত করেছেন স্থানীয়রা। তাছাড়া আহত দুজনকে বাইখোড়ারই শ্যামল দেবনাথের ছেলে দিলীপ দেবনাথ এবং প্রষাত শেখর করের ছেলে সঞ্জীব কর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদিকে খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশও। তাঁরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বলেছেন, দ্রুতগতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা তাঁদের।

এলপিজি সিলিন্ডারে কারচুপি তিনটি ট্রাক সহ আটক ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অভিযানে বের হয়ে গ্যাস কেলেঙ্কারির কারণ এবং নায়কদের গ্রেপ্তার করলেন। দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকদের অভিযোগ ছিল গ্যাসের সিলিন্ডারে যতটুকু গ্যাস থাকার কথা গ্রাহকরা তাদের হিসেব মতো ততটুকু পাচ্ছে না। এই অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী অনুসন্ধান শুরু করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন গ্যাস সিলিন্ডারের গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাতের অন্ধকারে পানিসাগর থানাধীন এলাকার নোয়াগাং ও রামনগর এলাকায় সিলিন্ডারে গ্যাস কমানো এবং খালি সিলিন্ডার ভরানোর কাজ চলে।

মঙ্গলবার রাতে পুলিশ সুপার এবং পানিসাগরের এসডিপিও নেতৃত্বে এই দুই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনটি গ্যাসের গাড়ি, ৫ জন শ্রমিক এবং একজন চালককে আটক করে। বাকি দু’জন চালক পালিয়ে যায়। এই তিনটি ট্রাকই শিলচর থেকে গ্যাস নিয়ে আগরতলা এবং অমরপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পাঁচজন শ্রমিক দেবেশ দাস (২৪), দীপু দাস (২৪), পরিতোষ দাস (২২), ভবতোষ দাস (২৪) এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি পানিসাগর থানাধীন পেকুছড়াতে এবং নয়ন দাস (২৫)-এর বাড়ি শিলচরে। তিনটি গ্যাসবাহী লরি এস-আইআইসিসি-৪৮৭৯, এএস-আইআইওসি-১৮০০ এবং টিআর-০১সি-১৮৬৬ আটক করে পানিসাগর থানায় রাখা হয়েছে। চালক প্রাণজিৎ দাসকে আটক করা হয়েছে-তার বাড়িও পেকুছড়াতে। সাধারণত প্রতিটি লরিতে ৩০৬টি করে সিলিন্ডার থাকে, কিন্তু ২০ সিলিন্ডার খালি পাওয়া গেছে যেগুলি গ্যাস ভরা হবে। পরিবর্তে ২০ সিলিন্ডার বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ৪টি মেশিন এবং প্রচুর পরিমাণে গ্যাস সিলিন্ডারের কর্ক পাওয়া গেছে। মেশিনগুলি দিয়ে অনায়াসেই এক সিলিন্ডার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মুঙ্গিয়াকামী শাখায় চোরের হানা, তুলে নিয়ে গেল দুটি কম্পিউটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। অরক্ষিত ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মুঙ্গিয়াকামী শাখায় চোর হানা দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে জানালা ভেঙে দুটি কম্পিউটার নিয়ে গেছে নিশিকুটুম্বরা । এই ঘটনায় মুঙ্গিয়াকামী থানায় মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন শাখা প্রবন্ধক রণবীর দাস ।

খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী এলাকাটি মূলত উপজাতি অধ্যুষিত। মুঙ্গিয়াকামী বাজারে একটি বহুতল ভবনের দ্বিতলে অবস্থিত ত্রিপুরা গ্রামীর ব্যাঙ্কের শাখা।

শাখা প্রবন্ধক রণবীরবাবু জানিয়েছেন, গতকালে রাতেই হয়তো চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। আজ সকালে বিষয়টি নজরে এসেছে। তিনি জানান, আজ ঈদ উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্ক ছুটি। তাই, কর্মীরা ব্যাঙ্কে যাননি। কিন্তু, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে চুরির খোঁজ নিয়েছি। তাঁর কথায়, ব্যাঙ্কে পাঁচটি কম্পিউটার রয়েছে। তার মধ্যে দুটি কম্পিউটার চুরি হয়েছে। তিনি বলেন, রাতের অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে জানলা ভেঙে চোর কম্পিউটার চুরি করে নিয়ে গেছে। অন্য কিছু নিয়ে যেতে পারেনি।

তিনি জানান, স্থানীয় ব্যাঙ্ক কর্মী ওই ঘটনার সমস্ত কিছু খোঁজ নিয়েছেন। ব্যাঙ্কে অন্য সমস্ত কিছুই নিরাপদে রয়েছে। তবে, ওই ব্যাঙ্কে কোনও নৈশ প্রহরী নেই। রণবীরবাবুর কথায়, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কোনও শাখাতেই নৈশ প্রহরীর ব্যবস্থা নেই। তবে, কিছু শাখায় সিসিটিভি-র ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু, মুঙ্গিয়াকামী শাখায় সিসিটিভিও নেই। ফলে, চোরকে সহজে শনাক্ত করা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে। রণবীরবাবু জানিয়েছেন, চুরির ঘটনায় পুলিশের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আগামীকাল ব্যাঙ্ক খোলার পর লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হবে।

এদিকে, এই চুরির ঘটনায় পুলিশের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয়নি। থানার সমস্ত ফোন লাইন বিকল হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, মোবাইলেও কোনও পুলিশ কর্মীকে পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তাহীন ব্যাঙ্কে চুরির ঘটনা যথেষ্ট রহস্যজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। চুরির ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত কিনা তা-ও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আজ ঈদ উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে, তা সকলেরই জানা। তাছাড়া, মুঙ্গিয়াকামী বাজারে জানালা ভেঙে ব্যাঙ্ক থেকে দুটি কম্পিউটার নিয়ে গেছে। অথচ, বাজারেও নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশ নিয়োজিত থাকে। কিন্তু, কারোর নজরেই আসেনি এই চুরির ঘটনা, তা রহস্যজনক বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ব্যাঙ্কের কম্পিউটারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি থাকে। সেই নথি হাফিজ করা এই চুরির ঘটনার উদ্দেশ্য কিনা, তা পুলিশের সঠিক তদন্তে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় দুই কুখ্যাত বাইক চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ জুন ।। উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত মোটর বাইক চুরি যাচ্ছে। এই চোর চক্রের সাথে জড়িতদের ধরতে তৎপর পুলিশ ।সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় বাইক চুরিতে যে সমস্ত যুবকদের নাম উঠে এসেছে তারা সবই ভালো পরিবারের ছেলে। আরো জানা গেছে এরা ড্রাগ সহ বিভিন্ন নেশা সেবনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে বাইক চুরিতে নেমেছে। এই চক্রে আসামের একটি চোর চক্রও জড়িত আছে ।গত চার দিন পূর্বে কদমতলা থানা এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে। সাথে সাথেই কদমতলা থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জি ও আই ও অপু দাস তদন্তে নেমে কুখ্যাত দুই বাইক চোরকে আটক করেন ।আটকাধীন দুই চোর প্রসেনজিৎ পাল(২২) কদমতলা এলাকার পাল পাড়ার বাসিন্দা এবং অপর চোরটি মিলন দেব(২৩) চুরাইবাড়ি এলাকার রেল তিমাথার বাসিন্দা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় সচেতনতার র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৩৩ ▫ ৬ জুন ২০১৯ ইং ▫ ২২জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বপ্ন ভঙ্গের শিল্প

রাজ্য সরকার শিল্প সম্প্রসারণে আরও আকর্ষণীয় সুবিধার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বাম সরকারের আমলেও রাজ্যে শিল্প শিল্প বলিয়া কত প্রতিশ্রুতির কথা শোনা গিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবে শিল্পের তেমন বিকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া দাবী করা যাইবে না। বরং দেখা গিয়াছে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান রাজ্য হইতে পাততাড়ি গুটাইয়াছে। রাজ্যের শিল্প তালুক বোধজংনগরে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তারাও শান্তিতে ছিলেন না। বাম আমলে একশ্রেণীর বামমার্গী দুর্বৃত্তদের মোটা টাকা সেলামী দিবার অভিযোগ আছে। এই রাম আমলেও তাহার খুব বেশী ব্যতিক্রম হইয়াছে এমন দাবী করা যাইবে মনে হয় না। বিভিন্ন স্তরেই অভিযোগ পুঞ্জিভূত হইতেছে। রাজ্যে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ হইতে কাঙ্খিত সাহায্য মিলিতেছে না বলিয়াও অভিযোগ। অতীতে শিল্পে অনগ্রসরতার জন্য বন্ধ্যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকেই দায়ী করা হইত। বলা হইত রেল আসিলে ত্রিপুরায় শিল্পে বন্যা বহিবে। রাজ্যে রেলের অভাবনীয় জয়যাত্রা সত্বেও শিল্পের বন্য তো বহিতেছে না। ত্রিপুরার উৎপাদিত পণ্যের বড় বাজার ছিল বাংলাদেশ। পার্শ্ববর্তী আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড। যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে তখনও রাজ্যে শিল্পের বিকাশের তেমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কেন, শিল্প পিছাইয়া আছে তাহার কারণ অনুসন্ধানে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের দিয়া বিশ্লেষণ করানো জরুরী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান সরকারী চাকুরী দিয়া সম্ভব নহে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন এক্ষেত্রে পর্য্যটন শিল্পের উপর অনেক বেশী প্রত্যাশা করা যায়। পর্য্যটন উন্নয়নে রাজ্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিবার কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে।

শিল্পের বিকাশ করিতে হইলে যোগাযোগের চাইতেও অনেক বেশী জরুরী নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখা। সংবাদে জানা গিয়াছে গত কয়েকদিন যাবৎ রাজ্যের শিল্প তালুক বোধজংনগরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ফলে শিল্প কলকারখানাগুলির কাজকর্ম বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঝড় বৃষ্টি হইলেই যদি বিদ্যুৎ লাইনগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহা হইলে বর্ষার সময়ে শিল্প কারখানায় কাজ বন্ধ রাখিতেই হয়। অভিযোগে জানা গিয়াছে যে, রাজ্যে বিদ্যুৎ বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী নিম্নমানের ট্রান্সফরমার। রাজ্যে অন্তত দুইশতটি নিম্নমানের ট্রান্সফরমানর ধরা পড়িয়াছে। বাম আমলে এইসব ট্রান্সফরমারগুলি কেনা হইয়াছিল। জানা গিয়াছে, রাজ্য সরকার এই ট্রান্সফরমার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বেনিয়ম হইয়াছে কিনা তদন্ত করিবে। আসলে, এখন রাজ্য বিদ্যুতে স্বয়ম্ভর। পালাটানায় অঢেল বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ আসাম এমনকি বংলাদেশেও যাইতেছে। কিন্তু, বিদ্যুৎ থাকিলে কি হইবে রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে দূর্বলতা যতদিন থাকিতে ততদিন এরাজ্যে শিল্প মাথা তুলিতে পারিবে না। সরকারী সূত্রে বলা হইয়াছিল যে, রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী লাইন আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য করা হইবে। উন্নত বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন গড়িয়া তোলা না গেলে রাজ্যে শিল্প কারখানা চালু রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে। রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা না গেলে রাজ্যে শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভগীরথ তখনই আসিতে পারে যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব হয়। রাজ্যে শিল্প প্রসারে রাজ্য সরকারকে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করিতে হইবে। যে নীতিতে শিল্প প্রসারের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ঘোষণাই শুধু নয় যোগাযোগ বিদ্যুৎ সব ক্ষেত্রেই সুনির্দ্দিষ্ট ঘোষণা থাকিতে হইবে। বহির্রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও সরকারের ঘোষিত সুযোগ সুবিধা তুলিয়া তাহাদের আমন্ত্রণ জানানো। রাজ্যে পর্য্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রেও সরকারকে আন্তরিক হইতে হইবে। রাজ্যে বেকার সমস্যার সমাধানে এইসব উদ্যোগ আশা জাগাইতে পারে।

আজ বিকেলে নিমতায় যাচ্ছেন মমতা

কলকাতা,৫ জুন (হি.স) : বৃহস্পতিবার বিকেলে নিমতায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের কাজ সেরে বিকেলে তিনি দেখা করতে যাবেন নিহত তৃণমূল নেতা নির্মল কুণ্ডুর পরিবারের সঙ্গে। বুধবার নবান্ন সুত্রে এখবর জানা গেছে।

মঙ্গলবার ভর সন্ধেবেলা দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন উত্তর দমদম পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা নির্মল কুন্ডু। সন্ধ্যায় নিমতার পাটনাঠাকুরতলায় লোকনাথ পুজো চলছিল। পুজোমণ্ডপের কাছেই বসেছিলেন তৃণমূল নেতা নির্মল কুণ্ডু।

পাড়ার মোড়ে কয়েক জনের সঙ্গে গল্প করছিলেন তিনি। মোটর সাইকেলে চেপে দু'জন এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নির্মল কুন্ডুকে গুলি করে চম্পট দেয় তারা। মাথার গুলি লাগে নির্মলের। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রাতেই বিজেপি নেতা সুমন কুণ্ডু ও সুজয় দাস নামে দু'জনকে আটক করে নিমতা থানার পুলিশ। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার সকালে দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তৃণমূল নেতা নির্মল কুণ্ডুকে খুন করার জন্য সুপারি কিলার নিয়োগ করেছিল সুমন। এদিকে বুধবার ভোরে আবার ধৃত সুমন কুণ্ডুর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখনও এলাকার পরিবেশ যথেষ্ট থমথমে। মোতায়েন প্রচুর পুলিশ ।ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তৃণমূলের দাবি, গোটা ঘটনার পিছনে রয়েছে বিজেপি। বিজেপির পাল্টা দাবি, সিন্ডিকেট লড়াইয়ে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। সেটাকে বিজেপির ওপর চাপানো হচ্ছে। আগামীকাল নিহত নির্মলের পরিবারের সঙ্গেই দেখা করতে যাবেন তৃণমূল নেত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করে নৈহাটি গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ঘরছাড়া' তৃণমূল কর্মীদের ঘরে ফেরাতে ধরনা মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতেই নিজেই সব জায়গায় যাচ্ছেন নেত্রী। তাঁদের মতে, ভোটের ফল প্রকাশের পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'মানুষের কাজ অনেক হয়েছে। এবার একটু বেশি করে দল করব'। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে পার্টিতে বেশি সময় দেওয়ার কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু মানেনি দল। এবার দলকে মনোবল দিতে নিজেই ছুটছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েক মাসে মেদিনীপুর বা ঝাড়গ্রামে তৃণমূল নেতা কর্মী খুন হয়েছেন, দেখা গিয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা শুভেন্দু অধিকারীকে পাঠিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু লোকসভার বিপর্যয়ের পর নিজেই সব জায়গায় পৌঁছচ্ছেন। সে নৈহাটি হোক বা নিমতা।

অসম পুলিশের কমান্ডো গিরীশের খুনিকে গ্রেফতার

তিনসুকিয়া (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার মাকুমে গিরীশ দত্ত নামের অসম পুলিশের জনৈক কমান্ডোকে নৃশংসভাবে হত্যা করার সঙ্গে জড়িত এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে জনৈক মিণ্টু চেতিয়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

তিনসুকিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিফ আহমেদ জানান, এক বিশেষ সূত্রের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের এক দল গতকাল মাকুম অঞ্চলের বারেকুড়ি বড়গাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে মিণ্টু চেতিয়াকে গ্রেফার করেছে। হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ তাঁকে তিনসুকিয়া বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হয়েছে। আদালতে তাকে পাঁচদিনের হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ। এই খবর লেখা পর্যন্ত শুনানি চলছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় কতিপয় দুর্বৃত্ত গিরীশ দত্তকে তাঁর নিজের বসতবাড়ির সামনে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করেছিল। গোটা ঘটনা গিরীশের বাবার সামনে সংঘটিত হয়েছিল। ওই হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র তিনসুকিয়া তথা মাকুম অঞ্চলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে মাকুমের জনসাধারণ এলাকার জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়েছিলেন।

শান্তির উৎস ঈদ-উল-ফিতর

জয়নাল আবেদিন

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন 'ও মন রমজানের এই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ'। সত্যি সত্যিই মরা গাঙে বান ডাকার মতো প্রতি বছর নতুন উদ্যমে নতুনভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসে ঈদ-উল-ফিতর। সঙ্গে করে নিয়ে আসে স্বর্গীয় সুধা ভালোবাসা প্রেম আর প্রতিটি প্রাণে নতুন স্পন্দন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের ঈদ অর্থাৎ উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। তাদের ঈদ বা উৎসবেহর সূচনা হয় কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে অথবা কারো জন্ম বা কোনও ঐতিহাসিক সফলতার স্মৃতিচারণে। মানুষের হৃদয়ে বা মানুষের হিতে বিশেষ ঋতুর আবেদনকেও উপলক্ষ্য করে উৎসব প্রচলিত হয়েছে। কোনও দেবতার নামেও সময়কে চিহ্নিত করে উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবগুলির লক্ষ্য আদর্শের মাহাত্ম্য নিয়েও পর্যালোচনা হয়ে থাকে। তেমনই উৎসবের বা ঈদের ক্ষেত্রে অন্যান্য সব বিষয়ের ন্যায় ইসলাম এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাস্তবিক ইসলাম জীবনের ক্ষেত্রে এক দিক দিয়ে নয়, সবদিক দিয়েই অদ্বিতীয়। কেননা তার উপাস্য অদ্বিতীয়। একজন মুসলমানের মন্ত্র ও তন্ত্র সেই একক অদ্বিতীয়ারই প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত। আরাধনা ও উপাসনায় যেরূপ নিবেদিত, উৎসবপর্বেও সেরূপ নিবেদিত। পরন্তু ইসলামও উপাসনারই অঙ্গ।

ইসলামে সমগ্র জীবনটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি এক নিবেদন। অন্য কথায় একটি উপাসনা। মুসলিমের জীবনেরসব কাজই উপাসনা। মুসলিমের জীবনের সব কাজই উপাসনা। তার উৎসবও উপাসনা। তা নিছক স্ফূর্তি ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়। এই বহিঃপ্রকাশের অন্তঃস্থালেই সারা উৎসব বিরাজ করে। ঈদকে আল্লাহর এবারতরূপে গণ্য করাই মুসলিমের লক্ষ্য। তাই রমজান শেষে ত্রিশ দিনের উপবাস সাধনার পর যে আনন্দ উৎসব আসে তার মধ্যেও ওই একই সুর। মুসলিম তার ঈদ শুরু ও সেষ করে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লহরই মহিমা কীর্তন করে।

ঈদ হচ্ছে মুসলিমের ঐক্যতানের প্রতীক এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের উৎসব। কিন্তু কেন এই কৃষজ্ঞতাজ্ঞাপন? আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রচিত পারলৌকিক আনন্দযজ্ঞ পালনই হচ্ছে একজন মুসলমানের চরম কামনা। কিন্তু আল্লাহর সেই আনন্দধাম জান্নাত ভবনে পবিত্র সুন্দর চিরানন্দময় জীবনোৎসবে যোগদানের যোগ্য হওয়ার জন্য ইহজগতে যে সাধ্যসাধনার প্রয়োজন তার মধ্যে রমজানের আছে এক বিসিষ্ট মর্যাদার স্থান। রজমানের ত্রিশ দিনের রোজার মধ্য দিয়েই একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসর্পণের ও আত্মসংযমের প্রশিক্ষণ লাভ করে। আর রোজা হচ্ছে সমস্ত এবাদতারাজির মধ্যে এমন এক এবাদত যার জন্য আল্লাহর রাসুল বলেছেন---মানুষের প্রত্যেক পুণ্যকাজ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায়। এক এক পুণ্য দশ থেকে সাতশো গুণ প্রাচুর্যলাভ করে, কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোজা এর ব্যতিক্রম। রোজা হচ্ছে খাস আমার জন্য, আমি যা ইচ্ছা তার প্রতিদান দেব।

রমজান মাসের আগের দিন দূর বনানীর শ্যামল শীর্ষে পশ্চিম গগনের অন্ততোরণে ফুটে ওঠে রমজানের নবীন চাঁদ। যার প্রথম দর্শন পেয়ে কোটি কোটি মুসলমান রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে প্রেমপুলক শিহরণে। সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অন্তরভরা কামনা। হে করুণাময়, এই রমজানুল মোবারককে পূর্ণরূপে পেতে দাও, যার আশায় সারাবছর চেয়ে আছি, সেই মহান রমজানকে প্রাণভরে ভোগ করারসুযোগ দাও। এর পরদিন থেকেই চলে রোজা। এইভাবে পুরো একমাস অনাহারে কাটিয়ে রোজাব্রত পালন করে ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর মানবকে বোগবিলাস ও কুপ্রবৃত্তিগুলি থেকেদূরে সরিয়ে দিয়ে তবে আসে ঈদ। সারা বছরের পাপপহেকর জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে হয় রোজার পূত অনলে। একমাস রোজার কঠিনব্রত পালনের পর আসে ঈদ। রমজান মাস বাস্তবিক শান্তি ও সৌভাগ্যের মাস। পরশমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, মুসলমানদের ভাগ্যগণনও এ সময় রঙিন হয়ে ওঠে।

রোজার আরো একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে বিশ্বভ্রাতৃত্বে অনুপ্রাণিত করা। চিরসুখে লালি পালিত যারা তারা ব্যথা বেদনায় জর্জরিত অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বুকভরা দুঃখ ক্লেশ অনুভব করতে পারে না। তাদের রুদ্ধারে অভাব অনটনে মরণোন্মুখ নরনারীর ব্যর্থ হাহাকার করুণ ফরিয়াদের মতো প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। তাদের এই অভিশপ্ত জীবনের তীব্র অনুভূতি যাতে মানবতার দরবারে এইভাবে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত না হয়, ক্ষুধা-ক্লেশ -দৈন্যের গভীর কাতরতা সকলে যাতে সমভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্যই প্রতি বছর আসে রমজান মাস। আসে ঈদ। না পড়ে তার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। সেটি হল ফিতরা। ঈদের নামাজের আগে ফিতরা নামক এই নির্দিষ্ট দান গরিব দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়, যাতে তারাও সকলের সঙ্গে সমানভাবে ঈদ পালন করতে পারে। সদ্যোজাত শিশু থেকে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ফিতরা দেওয়া বাধ্যতামূলক। গরিবদের ফিতরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য ফিতরা সংগৃহীত হয়ে থাকে। ফাঁকা মাঠ যে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় তা চোখ চেয়ে ধেখার মতো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। নামাজ শেষে শুরু হয় আলিঙ্গন। এখানে ধনী গরিবের পার্থক্য থাকে না। সবাই সবার সঙ্গে গলা মেলায়।

ঈদের মধুর স্পর্শে সকলের সম্পর্ক হয় নিবিড়। পবিত্র ঈদের মধুরতা বয়ে আনে স্বর্গীয় তৃপ্তি, ব্যথিত অন্তরে দেয় সান্ত্বনা, দুঃখীজনের মুছিয়ে দেয় চোখের জল।

ঈদ যদিও ধর্মীয় উৎসব তবুও এর অনেক সামাজিক দিক আছে। সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে তার মূল্য অসীম। ধর্মের অনুশাসনে বাঁধা পড়ে সামাজিক মন। উৎসবের কারণেই ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বিদ্বান-মুর্খ সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ঈদ মানুষকে বৃহতের সন্ধান দেয়।

ইসলামের মহান প্রচারক হজরত মুহাম্মদ বিশ্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন, " তোমরা কি তোমাদের স্রষ্টাকে ভালোবাসো? তবে প্রথমে তোমাদের সাথীসঙ্গীদের ও প্রতিবেশীদের ভালোবাসো। তোমার কি তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্য আশা কর? তবে তার সৃষ্ট জীবনকে ভালোবাসো। তোমরা নিজের জন্য যা করতে চাও তাদের জন্যও তা করো।" তাই ঈদের দিনে দেখা যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে উচ্চশ্রেণির মানুষ অবলীলাক্রমে অনায়াসে বুকে জড়িয়ে ধরে একজন দীনহীন অসহায় অবহেলিত মানুষকে। অন্ন বস্ত্রদানে তৃপ্ত করে অন্নহীন ও বস্ত্রহীনকে। ঈদে মানুষ কপটতা, নীচতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও অধার্মিকতাকে বর্জন করে। দানশীলতা ও মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার শিক্ষা এইদিন থেকে পেয়ে থাকে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই ঈদ উৎসব শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ঈদে আসে সম্প্রীতির ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাতারবণ নিয়ে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এই আনন্দে মেতে ওঠে। ফলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গেও মিলন ঘটিয়ে ঈদে পরিণত হয় এক মহান মিলনোৎসবে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের উন্নতিসাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে এই ঈদ উৎসব।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

বৈষ্ণব পদাবলি — সবাইকে রঙিন করার খেলা

বারিদ বরণ ঘোষ

'গীতাঞ্জলি'-র গানগুলো লেখার অনেক বাংলা ১৩১৫ নাগাদ একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন—'ঈশ্বর সেই কবে থেকে আমার সঙ্গে মিলবার জন্য আসছেন।' এই বোধটি তিনি পেয়েছিলেন বৈষ্ণব পদাবলি থেকে। সত্যি কথা বলতে—মরমি রবীন্দ্রনাথ, দরিদ রবীন্দ্রনাথের ঋণ যথখানি বৈষ্ণব পদাবলির কাছে, ততখানি সম্ভবত আধুনিক-পূর্ব আর কোনও সাহিত্যের কাছে নয়। নইলে ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলি লেখা হবে কেমন করে? ভানু আর রবীন্দ্রনাথ দু'জনের মধ্যেই তো যৌবন সরসী নীরে জীবন টলটল, এবং টলমল তো অবশ্যই।

রাধা-কৃষ্ণ এমন একটা যুগ্মতা, একটা যুগলবন্দির নাম, যাকে তত্ত্ব দিয়ে বোঝালে উচ্ছল রসের অনুভূতিটা বোঝা যায় না। তখন রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ততু যোড়শ বর্ষে। জগৎকে চেয়ে দেখার সঙ্গে চোখে দেখার নয়ন যুগল নিতুই পিপাসু। বসন্তের ফোটা ফুলে আর ঝরা পাতায় তাঁর আরোহ এবং বিরহ। চ্যাটার্টনের ছদ্মবেশে কৃষ্ণ আসেন। বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসের প্রেমাভিসারে রবীন্দ্রনাথ অবগাহন করেন।

মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।

এটা তো খুশির খুশবুতে মাতাল হওয়ার বয়স। রবিঠাকুরেরও এমনই হয়, বৈষ্ণব পদাবলির রাধারও হয় :

নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি
হাসত আপন পয়োধর হেরি
পহিল বদলী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উখারঙ্গে অঙ্গ।

বিদ্যাপতি আর রবীন্দ্রনাথে ফারাক কতটুকু। ভাবুন তো, মাত্র চার পঙ্‌ক্তিতেই রাধা বিশোরী থেকে তরুণী। জীবন-তরুণী তো এমনি করেই বেগবান। এখন রাধা মনে-প্রাণে প্রস্তুত। কৃষ্ণকে একা পেয়েছেন নিধুবনে—

আজু হোলি খেলব শ্যাম তোমার সনে
একলা পেয়েছি যখন নিধুবনে।
শুন ওহে বনমালি
ভাঙাবো তোমার নাগরালি।
কুঙ্কম মারিব তোমার বাঁকনয়নে।
আহা উচ্ছল রসধি তরঙ্গ।

এমনি করেই বিদ্যাপতিরা 'অলক্ষ্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রির' লগ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত, বিজড়িত।

এমনি করে দাহ-বৃষ্টি-শুভেচ্ছা ও প্রাণ পার হয়ে এসে যায় বসন্ত—শিমূল-পলাশের বসন্ত। তখন লাল বৃন্দাবন লাল, লাল শুকসারী/ বৃন্দাবনে লাল রাধা-প্যারি। ষোলো বছরে কুসুমকুঞ্জের গহনে তিনি অবগাহী আর বিশ বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় লেখেন 'বিদ্যাপতি পদাবলি'। অক্ষয় চন্দ্র সরকার মশাই সম্পাদিত বিদ্যাপতির কবিতা সংকলন পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বিশেষ অংশের মন্তব্য লেখেন—রাধা কেমন—না, 'খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।/ হেরত না হেরত সহচরী মাঝ'। — খেলার সময় হোক না হোক, লোক দেখলে লজ্জা পায়।

সহচরীদের মাঝখানে থেকে একবার এদিকে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে নিক্ষেপ করে।---এমন মন্তব্য সম্পাদকের'। এ তো কুড়ি বছর বয়সের কথা, তিরিশ বছর বয়সে তিনি যখন লেখেন 'বিদ্যাপতির রাধিকা' তখন তো রচনার সৌন্দর্যের কতই ফারাক ঘটে গিয়েছে। তিনি লিখছেন—'বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা'। এই তো প্রেমের ধর্ম---'তা দিনে দিনে নৌতন হয়'। চঞ্চলতা তখন স্থিরতায়, উচ্ছল প্রেম তখন উজ্জ্বল প্রেম---'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না ভালবাসায় ভোলাবো'। বৈষ্ণব পদাবালির কবি লেখেন—'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' (জ্ঞানদাস) আর 'দেহের মিলন' কবিতায় রবিঠাকুর লেখেন—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ
-তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের
মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের
ভরে,
মুরছি পড়িতে চায় তব
দেহ-পরে।
দেখি না 'উচ্চল-যোবন'
রাধাকে বৈষ্ণব
পদাবলির অঙ্গ হের
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গমে—
সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত
অতিশয় ('শ্রান্তি')
দাও খুলে দাও সখী ওই
বাহুপাশ
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা
পান ('বন্দী')
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও
সরিয়া।
('পবিত্র প্রেম')

চার পঙ্‌ক্তি চণ্ডীদাস পড়ে নিই
'অন্তরায়'—
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে
থাকো
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখো
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো
এরাধা কি সত্যিই বঁধুকে
সরিয়ে দিচ্ছেন!
বিদ্যাপতি লেখেন আর
রবীন্দ্রনাথ
লেখেন— বোধহয় রবীন্দ্রনাথ
অতিক্রান্তী—'জনম অবধি হাম
রূপ
নেহারলু'। রবীন্দ্রনাথ—'আমার
অঙ্গে
অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি!'
রোমান্টিকতায়
জ্ঞানদাসের রাধা ফুকারি
বলছেন—
'অন্তরে বিদ্যার হিয়া কি জানি কী
করে
প্রাণ।' রবীন্দ্রনাথের সৃজন 'কী
জানি পরান
কী যে চায়।' এ কী চাওয়া
—প্রার্থনা করা, না,
চাওয়া—চেয়ে দেখা?
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে
ছিলে দেখতেআমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয়
পানে চাইনি।
আবার পড়ি—
চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
এই দেখাটা যখন সম্পূর্ণ হয়,
তখন মান-
অপমান দূরগামী হয়। তখন
চণ্ডীদাসের
রাধা বলেন কৃষ্ণ-মিলনে 'সকলি
আমার
দোষ হে বন্ধু সকলি আমার
দোষ' অথবা তাঁর এমন ও
অনুভব হয় 'মধুর বলিয়া
যতনে খাইলু তিতায় তিতিল
রে'।
রবীন্দ্রনাথের রাধারা ধিক্কারে
স্বীকার

করেন—'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' অথবা তাঁর গভীর বেদনা মথিত হয়ে ওঠে আপাত মিলনের পর বিচ্ছিন্নতার বিরহে—'বিহর মধুর হল আজি মধুরাতে/ গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে।' সমর্থা রতির নায়িকা রাধার কণ্ঠস্বর কি আমরা শুনতে পাই না রবীন্দ্রনাথের এই গানে---'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী'। একটু চণ্ডীদাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে দোষ কী? 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পড়িতে সুখ।' চণ্ডীদাস গাইছেন যখন 'সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চিত হইলাম দাসী,' তখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন এবং অবশ্যই সুরে আলাপ করেন—'আমারে যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি/ আমার যক বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী/'।

একটা বিষয় আমাকে পীড়া দেয়—যত ভালাবাসার নিবেদন সবই কি রাধার,তাঁর সখীদের? কৃষ্ণ কি শুধু সঙ্গ দেবেন। বিরহ মধুর হয় কি শুধু রাধার অনুভবে? বসন্ত প্রকৃতিকে বন্দনা করে বাসন্তী পুষ্পের সম্ভাব---অশোক ও পলাশের রঙে রঙে। তারই প্রতিনিদি কি কিংশুক-শিমূল? যে অর্থে হোলিখেলা---সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের গানে লেখায় বসন্ত কি উপস্থিতি? সম্ভবত নয়। তার হোলিখেলা প্রকৃতিকে নিয়ে, দু'টি বা কতিপয় মানুষী অবয়ন নিয়ে নয়---'ফাগুল হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান/ আমার আপনহারা প্রাণ আমার বাঁধন-ছেড়ে প্রাণ / তোমার অশোকে কিংশুকে/ অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে'। এই রং 'অলক্ষ্য'—এবং লক্ষ্য করার বিষয় যখন রংমাখা ফুলের কথা এসেই যায়, তখন বৈষ্ণবীর পুষ্পরাগের পাশে শাক্ত রং-ও যেন ঠাঁই পেয়ে যায়ট'গোলাপ জবা পারুল পারিজাতের' মন রাঙানোর আধার হয়ে ওঠে। এবং সেই রং-পশরায় 'নিলাজ- রাঙা পাগল রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে' এই ফুলবাজিরা রাজিই হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বৈষ্ণব পদাবলি থেকে এই রঙ্গিনা উপাদান সংগ্রহ করেন।

কিন্তু সর্বস্ব নয় তা। তাঁর হোলি রাইকিশোরী-নন্দকিশোরের আবিরকুঙ্কম-রঞ্জিত নয়, তার সমস্ত রং প্রকৃতি থেকে আহরিত। সেখানে শুধু কৃষ্ণগোষ্ঠীর আনাগোনা নয়—সবাইকে রঙিন করার খেলা। সবার রঙে মেশানোর জন্য উদাও আহ্বান। সেখানে শুচিতা আছে, শুচিবাই নেই। সে-রং গোপনে লুকনো হৃদয় থেকে দরবেশি বসন থেকে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে নেওয়া। নইলে কি হৃদয় রঙিন হয়ে উঠতে পারে?

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

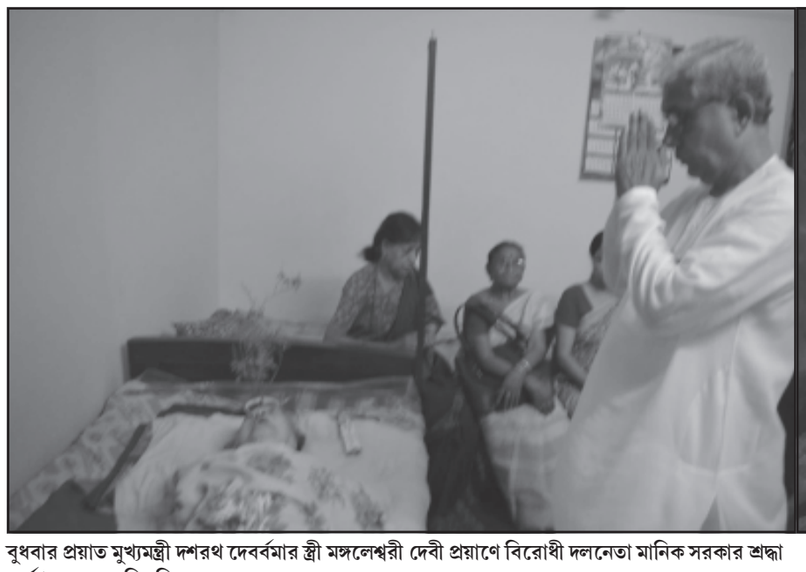

বুধবার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেববর্মার স্ত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেবী প্রয়াণে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

বুধবার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেববর্মার স্ত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেবী প্রয়াণে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ

কলকাতা, ৫ জুন (হি.স.) : বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ। ১৯৮৯ সালে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হন অঞ্জু ঘোষ। 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' সিনেমার মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এই নায়িকা। মোহময়ী হাসিতে দুই বাংলা অর্থাৎ ভারত এবং বাংলাদেশে তাঁর জন প্রিয়তা ছিল তুঙ্গে।এক সময় ওই 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' সিনেমার সুত্র ধরেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' বলে অভিহিত করেছিলেন আজকের তৃণমূল মন্ত্রীসভার পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিন অঞ্জু ঘোষ বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, বহু মানুষই এখন বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন। তেমন ভাবেই বিজেপিতে যোগ দিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ। এরপরেই দিলীপ ঘোষের হুঁশিয়ারি, তৃণমূল পার্টি চুরচুর হয়ে যাবে।

'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' সিনেমার মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এই নায়িকা। তবে "বেদের মেয়ে জোৎস্না"-র সাফল্যের পর পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় অঞ্জু ঘোষ চলে আসেন বলে জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দিলীপ ঘোষের কথায়, "অরিজিনাল "বেদের মেয়ে জোৎস্না" এলেন আমাদের দলে। সল্টলেকে আমার বাড়ির পাশে থাকেন উনি'। যাত্রাপালার মাধ্যমে পথ চলা শুরু হলেও পরে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে যান অঞ্জু ঘোষ। ওই সময় গ্রামে-গঞ্জে, শহরে অঞ্জু ঘোষ মানেই সিনেমা হিট। তাকে দেখার জন্য, তার মন ভোলানো হাসির জন্য সিনেমা হলে ভিড় লেগে থাকতো। এরপর ১৯৮৯ সালে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' করে রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে যান অঞ্জু ঘোষ। এই সিনেমাটি রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করেছিল। বাংলাদেশের শহর-বন্দর থেকে একেবারে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের মুখে মুখে ছিল বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না। তখন অঞ্জুর ছবি মানেই হিট ছবি। হাতে আসতে থাকে একের পর এক ছবি। তার হিট ছবির মধ্যে 'সওদাগর' 'নরম গরম' 'আবে হায়াত' রাজ সিংহাসন' চন্দনদ্বীপের রাজকন্যা' 'রাজার মেয়ে পারুল' 'অর্জন' 'দুর্নাম' 'কুরবানি' 'বেরহম' 'আশা নিরাশা' 'নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা' 'আশীর্বাদ' 'মালা বদল' অন্যতম।

অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষের সঙ্গেই এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বহু মানুষ। দিলীপ ঘোষ বলেন, যারা বাংলায় পরিবর্তন চাইছেন। তাঁদের সবাইকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, গোটা মাস ধরে বিজেপিতে যোগদানের উপর জোর দেওয়া হবে। এরপর 'মিসড কল' কর্মসূচির উপর জোর দেওয়া হবে। অর্থাৎ একটা মিসড কলের মাধ্যমে খুব সহজেই বিজেপিতে সদস্য পদ পাওয়া যাবে। মেদিনীপুর লোকসভার এই সাংসদের দাবি, এই বিষয়টি সবাই জানে। ভোটের জন্যে এই কর্মসূচি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। ফের নতুন করে ফের মিসড কলের মাধ্যমে বিজেপিতে সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি চালু হবে বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

এদিন বিজেপিতে যোগদান করলেন হাওড়ার আমতা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু ঘোষ। তাঁর সঙ্গেই দলত্যাগ করে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন ১৫০ জন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী। আজ শান্তনু ঘোষের পাশাপাশি তৃণমূল-সহ বিভিন্ন দল থেকে আরও ২০০ জন কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন হাওড়া গ্রামীণের বিজেপি সভাপতি অনুপম মল্লিক।

প্রকৃতিকে প্রদূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে অসমবাসীর সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

শিলচর (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : প্রকৃতিকে প্রদূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে অসমবাসীর সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হল কাছাড় জেলায়। এবারের পরিবেশ দিবসের সরকারি কেন্দ্রীয় কার্যক্রমের আয়োজন হয় শিলচরে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল। কাছাড় জেলার বন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সানোয়াল বলেন, বিশ্বের দরবারে অসমকে প্রদূষণমুক্ত রাজ্যে পরিণত করতে সকলকে এক সঙ্গে মিলে সংগ্রাম চালাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে শপথ গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই পরিবেশ রক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে অসম সরকার। এই কর্মযজ্ঞে সর্বস্তরের জনসাধারণকে অংশীদার হওয়ার আবেদন রাখেন তিনি। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বিনম্র অনুরোধ রেখে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, প্রত্যেক নাগরিককে বছরে অন্তত দুটি গাছ লাগিয়ে সেগুলোর লালনপালন করে বড় করে তুলতে হবে। চলতি বছরের মধ্যে রাজ্যে বন বিভাগের পক্ষে ৪৫ লক্ষ বৃক্ষ রোপণ করা হবে। গাছপালা রোপণের সঙ্গে বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র-সহ রাজ্যের নদী-উপনদীগুলির জল যাতে বিশুদ্ধ পরিস্রোত রাখা যায় এর জন্য সকলকে মিলে প্রয়াস চালাতে হবে। সকলের প্রয়াসে অচিরেই এই রাজ্য প্রদূষণমুক্ত রাজ্যের মর্যাদা লাভ করবে বলে আশাবাদী তিনি। রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, সকলের সহযোগিতা ছাড়া কেবলমাত্র সরকারের পক্ষে একা কোনও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। সরকারের কাজে সকলকে অংশীদারি হওয়ার আবেদন রাখেন তিনিও। তিনি প্রদূষণের বিভিন্ন কুফল অবগত করান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের।

শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপত প্রার্থঙ্কর চৌধুরী প্রবাহমান বায়ুকে প্রদূষণের হাত থেকে কী ভাবে রক্ষা করা যায়, বিশেষ করে প্রদূষণ রোধ করতে পারে এমন গাছ বেশি করে রোপণর আবেদন রাখেন। প্লাস্টিক প্রদূষণ ঠেকানোর উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন তিনি।

আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, শিলচরের বিধায়ক দিলীপ পাল, শিলচরের নবনির্বাচিত সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, শিলাদিত্য দেব, কিশোর নাথ-সহ বন বিভাগের রাজ্য এবং জেলাস্তরের বিভিন্ন আধিকারিক এবং বিজেপি-র কাছাড় হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার সভাপতিগণ, কাছাড় জেলা বন সংরক্ষণ আধিকারিক সানিদেও চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা। পরিবেশ রক্ষার উপর অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। উন্মোচিত হয় জেলা বন বিভাগের নিউজ বাতরি যা পরিবেশ রক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিনের দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে।

বুধবার শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এদিনের মূল অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন বলেশ্বরের বিট অফিসার প্রদীপ ভট্টাচার্য। এখানে উল্লেখ্য, কাছাড় জেলা প্রশাসন বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্যে ছিল ১০ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা। জনসাধারণকে সচেতন করতে শোভাযাত্রা-সহ পথ নাটিকাও পরিবেশিত হয়েছে আজ। গোটা কার্যক্রমের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক লয়া মাদ্দুরি।

বিজেপিতে যোগদান করার পর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ফের তৃণমূলেই ফিরে এল পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যা

ঝাড়গ্রাম, ৫ জুন (হি.স.) : বিজেপিতে যোগদান করার পর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ফের তৃণমূলেই ফিরে এলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যা। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যা বিজেপিতে যোগদান করেন বলে বিজেপির প্যাডে লিখিত ভাবে অঙ্গিকার করেছিলেন। তার ঠিক চব্বিশ ঘন্টা পার হওয়ার আগেই বুধবার লিখিত ভাবে জানান তিনি তৃণমূলেই আছেন, আগামী দিনেও থাকবেন। এদিন তিনি তৃণমুলের দলীয় পতকা হাতে তুলে নেন। আর ঘটনার পর বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর সৃষ্টি হয়েছে।

বিজেপির বক্তব্য বিজেপির দলীয় প্যাড জোগার করে এই সব ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ বিজেপির লোকেরা জোর করে ভয় দেখিয়ে ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনপুর এক ব্লকের বিনপুর এক নম্বর বুথ থেকে তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে জিতেছিলেন মনিমালা (দাস)কর।তিনি মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগদান করতে চান বলে বিজেপির দলীয় প্যাডে লিখিতভাবে জানিয়ে ছিলেন। এদিন তিনি বিনপুর এক ব্লক তৃণমূলের নেতৃত্বের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন। এবং তিনি ওই লিখিত আবেদন পত্রে জানান তাকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জোর করে তদের দলীয় প্যাডে লিখিয়ে নিয়েছিলেন এবং পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।

মনিমালা দেবী এদিন জানান তিনি তৃণমূলে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।মনিমালা দেবী জানান, " আমাকে ভয় দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে বিজেপি ওদের প্যাডে সই করিয়ে নিয়েছিল।আমি তৃণমূলে আছি এবং থাকব।"

অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি সুখময় শতপথি বলেন, "এটা তৃণমূলের কারসাজি। আমাদের দলীয় প্যাড ওরা যোগার করে এই সব করেছে। আমাদের দলে যোগদানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে।অনেক পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্যরা যোগযোগ করছে। তার প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের দলীয় প্যাডে আবেদন করা যায় না। আবেদন করতে হলে যারা যোগদান করতে চায় তদের লিখিত ভাবে আবেদন করতে হয়। আমাদের দল তৃণমূল নয় শৃঙ্খলা রয়েছে।পদ্ধতি মেনে সব কিছু করতে হয়।" এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য প্রসুন ষড়ঙ্গী বলেন, "দল ভাঙার চেষ্টা করছে বিজেপি। ফলাফলের পর বিজেপির দম্ভিকতা প্রকাশ্যে আসছে। সার্বিক উন্নয়ন দেখে মানুষ শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের পাশেই রয়েছেন এবং থাকবেন।"

দিঘার সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া পর্যটককে উদ্ধার করল পুলিশ

তমলুক, ৫ জুন (হি.স.) : দিঘার সমুদ্রে তলিয়া যাওয়া এক পর্যটককে উদ্ধার করল দিঘা থানার নুলিয়ারা।

বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ পরিবারের সঙ্গে নিউ দিঘার সমুদ্রে স্নান করছিল পান্ডুয়া থানার বালুন গ্রামের বাসিন্দা সুজিত চক্রবর্তী। তাঁর বয়স ৩০ বছর। সমুদ্রে স্নান করার সময় হঠাৎ মাঝ সমুদ্রে তলিয়ে যান তিনি। স্থানীয় পুলিশ ও নুলিয়াদের নজরে আসায় তারা ঝাপিয়ে পড়ে সমুদ্রের জল থেকে উদ্ধার করে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে মাঝ সমুদ্রে স্নানে নেমে প্রায়শই ঘটছে এই ধরনের ঘটনা।রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র দিঘা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দিঘার অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ফলে পর্যটকদের আনাগোনা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

বিজেপি করার অপরাধে বাড়িতে আগুন, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

বেলদা, ৫ জুন (হি.স.) : মিছিলে যাওয়ার জন্য বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ । অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মিছিল থেকেই নিজের বাড়িতে আগুন লাগানোর খবর পেয়ে যতক্ষণে এসে পৌঁছেছিলেন , ততক্ষণে সবটাই পুড়ে গিয়েছিল । ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার শুশিন্দা গ্রামে ।

বুধবার সকালে বেলদা থানার শুশিন্দাতে বিজয় মিছিল করে বিজেপি। এই মিছিলে গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা উমা দেহরী । স্বামী বাইরে কাজে থাকেন । উমা দিদির সঙ্গে বাপের বাড়ির পাশে একটি ছিটেবেড়ার চালা করে থাকতেন । বুধবার মিছিলে গিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে মিছিল থাকার সময়েই তিনি লোকমুখে শুনতে পান তাঁর ছিটেবেড়ার বাড়িতে আগুন ধরেছে । তখনই মিছিলের সকলে দৌড়ে আসেন । সকলেই দেখেন উমা দেহরীর বাড়িতে আগুন। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ততক্ষণে সবটাই

ছয়ের পাতায়

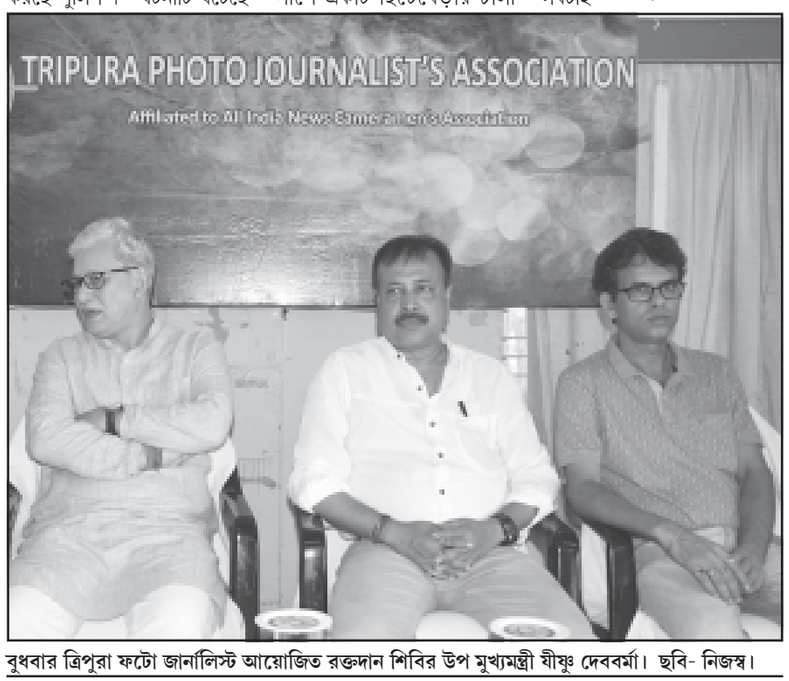

বুধবার ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট আয়োজিত রক্তদান শিবির উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

শনিবার পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি

কলকাতা, ৫ জুন (হি.স): কলকাতা সহ হাওড়া, দুই ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলছেই। আগামীকাল, বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই বৃষ্টি শনিবার পর্যন্ত চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

নিম্নচাপ অক্ষরেখা আর ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় জ্যৈষ্ঠের শেষেই শ্রাবণের আমেজ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। বাংলাদেশ উপকূলে অবস্থিত ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি সঞ্চয় করে পরিণত হতে পারে নিম্নচাপে। আর শক্তিশালী এই ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে চলতে পারে বৃষ্টি। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। বর্তমানে বাংলাদেশ উপকূলে সুন্দরবনের ওপর অবস্থান করছে ঘূর্ণাবর্তটি। যেটি ক্রমশ পূর্ব দিকে সরতে পারে বলে পূর্বাভাস। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গের বাংলাদেশ লাগোয়া জেলাগুলিতে আগামী ৭২ ঘণ্টায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়েছে।

পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তবে আকাশ মেঘলা থাকবে।

পূর্বাভাস সত্যি করে বুধবার সকাল থেকেই বৃষ্টি নামে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলেছে দিনভর। বৃষ্টির জেরে বহু জায়গায় ইদের আয়োজন পণ্ড হয়। আগামী দু'দিনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বাড়বে বলেও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বৃষ্টির জেরে স্বস্তি মিলেছে গরম থেকে। মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। বুধবার সেই পারদ নেমেছে ৩১ দশমিক ৬ ডিগ্রিতে। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এর থেকে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না বলেই পূর্বাভাস আবহবিদদের। গত কয়েক দিন ধরে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত চলছে। আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও মাঝারি বা ভারী বৃষ্টিপাত হবে। আগামী দু'দিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলেও জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদরা। কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও খানিকটা কমেছে গরমের দাপট। আসানসোলে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৩৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে পারদ ছুঁয়েছে ৩৪ ডিগ্রিতে, পুরুলিয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ৩৭ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

এদিকে, আরব সাগরে ঢুকেছে মৌসুমী বায়ু । আগামী ৭২ ঘণ্টায় মৌসুমী বায়ু ঢুকবে কেরলে । মায়ানমার হয়ে এই রাজ্যে ঢুকবে মৌসুমী বায়ু । তাই আগামীকাল দিনভর বৃষ্টিপাত হবে দক্ষিণবঙ্গে । বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে মেঘলা মেঘলা। ব্রজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টি পাতের সম্ভবনা রয়েছে। বুধবারও অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন, ২৯ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রী বেশি । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৭০ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে ১০ মিলিমিটার।

ইভিএমের ভূত এখনও মমতাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে: দিলীপ

কলকাতা,৫ জুন (হি.স): ইভিএমের ভূত এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, আজ এই ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। বুধবার রেড রোডে ঈদের নমাজ পড়তে গিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের নাম করেন নি মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বলেন, 'যত দ্রুত ইভিএম দখল করেছে, তত দ্রুত চলেও যাবে'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভয় পাবেন না, ওরা যত ইভিএম কারচুপি করেছে, তত দ্রুতই বিদায় নেবে'। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ।

এদিন রেড রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আপনারা সঙ্গে থাকলে আমরা আরও লড়াই দেব। যো ডরতা হ্যায় ও মরতা হ্যায়'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ চলাকালীন বৃষ্টিও চলছিল কয়েক পশলা। বৃষ্টি দেখেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'এই বৃষ্টি শান্তির বৃষ্টি, এই বৃষ্টি বলছে যে, আকাশও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা ভয় পাবেন না। আপনারা ভাল থাকুন, আপনারা এগিয়ে চলুন, আপনারা মানবতার জন্য কাজ করুন'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেউ খারাপ চাইলেই কিছু হবে না, উপরওয়ালা যা চান সেটাই হয়। অনেকসময়ই সূর্য যখন ওঠে, তার তেজ খুব বেশি থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তা নিস্তেজ হয়ে যায়। ভয় পাবেন না। ঈদের নমাজ পাঠে এসে বিজেপির নাম না করে যেভাবে এদিন মুসলিমদের পাশে থাকার বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের পাল্টা বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করছেন মমতাই।

অন্যদিকে, নিমতায় তৃণমূল কর্মীর খুনের ঘটনার দায় তৃণমূলের উপরেই চাপিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল। ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপিকে জড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি তাঁর। আজ বিজেপিতে যোগ দেন অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ। ১৯৮৯ সালে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হন অঞ্জু ঘোষ। 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' সিনেমার মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এই নায়িকা। তবে "বেদের মেয়ে জোৎস্না"-র সাফল্যের পর পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় অঞ্জু ঘোষ চলে আসেন বলে জানা বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দিলীপ ঘোষের কথায়,"অরিজিনাল "বেদের মেয়ে জোৎস্না" এলেন আমাদের দলে। সল্টলেকে আমার বাড়ির পাশে থাকেন উনি'।

এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার বাজিতপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৭জন কংগ্রেস,সিপিএম,নির্দল সদস্য যোগ দেন বিজেপিতে। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'লোকসভা ভোটের পর বহু মানুষ যোগ দিতে চাইছেন। বিজেপি যোগদান মেলা শুরু হয়েছে জেলায় জেলায়। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে প্রাক্তন চেয়ারম্যান যোগদান করেছেন'।

দিলীপ ঘোষের দাবি, বেশ কয়েকজন বিধায়ক যোগ দিতে চাইছেন। তবে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। আইনি জটিলতায় তাঁদের ফাঁসিয়ে দেওয়া হতে পারে। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের বাড়ি ঘিরে বোমা মারা হচ্ছে। তাতেও অবশ্য আটকানো যাচ্ছে না। যোগদান চলছে। দিলীপ ঘোষের ব্যাখ্যা, টিএমসিতে আদর্শ নেই। রাজনৈতিক দলও ছিল না। সিপিএমের অত্যাচার থেকে বাঁচতে চলে এসেছিলেন বহু মানুষ। আমাদের সংগঠনে শৃঙ্খলা আছে। যাঁরা আসছেন জেনেই আসছেন। বাকিটা শিখিয়ে নেব।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একসঙ্গে এগারোটি গরুর মৃত্যু আরামবাগে

হুগলী, ৫ জুন (হি.স.): আরামবাগের বলুণ্ডি এলাকায় বুধবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১১টি গরুর মৃত্যু হয়। স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টায় একটি গরুকে অবশ্য বাঁচানো গিয়েছে। ঘটনার জেরে রীতিমত ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকালে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে এলাকার বিদ্যুতের বেশ কয়েকটি খুটি ভেঙে পড়ে। তাদের কাছে এই ঘটনা অজানা ছিল যে পাড়ার পাশের জমিতে খুঁটি পড়ে বিদ্যুৎ ছিন্ন হয়েছে। তাই তারা অজান্তেই প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে গরু বাড়ির বাইরে ছেড়ে দেন। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেল গরুগুলি বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পরে তারা জানতে পারেন, পাড়ার অনতিদূরে একটি ফাঁকা মাঠে গরুগুলি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরে পড়ে আছে। তড়িঘড়ি তারা এলাকায় পৌঁছে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। ততক্ষণকে ১১টি গরু মারা গিয়েছে। একটি গরু জীবনের টিকে থাকার জন্য শেষ লড়াই টুকু করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বহুকষ্টে ইলেকট্রিকের তার থেকে গরুটিকে বের করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা, মুক্ত বারুইয়ের অভিযোগ, এই এলাকায় বাবর আলী নামে এক ব্যক্তি মিনি (এলাকার জমিতে জল দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়) করেছেন। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে মিনিতে ইলেকট্রিক লাইন সংযোগ করেছে। এর সমাধান না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি নেওয়া হবে এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা যথেষ্টই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। গরু মারা যাওয়ার ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন গরুর মালিকরা।বেশ কয়েকজন গরুর মালিক বলছেন, গরুর দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলত। কিন্তু এভাবে গরুগুলি মারা যাওয়ায় তারা দিশাহীন। কিভাবে সংসার চালাবেন তা নিয়ে কার্যত দিশেহারা তাঁরা।পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় এলাকায় পৌঁছায় আরামবাগ থানার পুলিশ। পরে আরামবাগ থানার আইসি পার্থসারথি হালদার নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন।

এলাকার মানুষের একাংশ বলছেন, এই মিনি মালিককে অতি দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। পাশাপাশি বেনিয়ম করে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে কার মদতে তাকে খুঁজে বের করে তার বিরুদ্ধে আইনি কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

গাছের চারা বিলি ও বৃক্ষরোপণ করে বাঁকুড়ার মেজিয়ায় পরিবেশ দিবস পালন

বাঁকুড়া, ৫ জুন (হি.স.) : বৃক্ষরোপণ, গাছের চারা বিলির মাধ্যমে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বুধবার উত্তর বাঁকুড়ার মেজিয়া শিল্পাঞ্চলে ডিভিসির তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ, এলাকা বাসীদের গাছের চারা বিলি, জল-বাতাস ও মাটি দূষণ রোধে সেমিনার, শপথ গ্রহণ ইত্যাদি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটিক পালন করা হয়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রভাবে পৃথিবী যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেই বিপদ সংকেত নিয়ে সকলকে সচেতন থেকে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রশেখর ত্রিপাঠি।

তিনি বলেন, এখনই জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত পৃথিবী। গাছ লাগালে প্রকৃতিতে অনেকটা ভারসাম্য বজায় থাকবে। তিনি ডিভিসির কর্মী ও এলাকাবাসীর কাছে আবেদন রাখেন আম, জাম, কাঁঠাল, শাল, সেগুন, মেহগনি চারা রোপণ করার সাথে সাথে লাগাতে হবে বট, অশ্বথ, তেঁতুল গাছও। এই সব গাছ লাগালে পাখিদের আস্তানা যেমন বাড়বে তেমনি বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড হ্রাসে সাহায্য করবে অনেক বেশি করে।এদিন ডিভিসির প্রকল্পের ভিতরে এবং

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন ?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।

শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ট উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে।

তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

রাতে ঘুম পাড়াবে যেসব গাছ

গাছ ঘরের শোভাবর্ধন করে। তাই গাছ দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করে অনেকে। তবে গাছ শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, শোয়ার ঘরে কিছু গাছ রেখে দিলে এটি আপনাকে অক্সিজেন ছাড়াও প্রশান্তি ও ইতিবাচক শক্তি পেতে সাহায্য করবে। এছাড়া এ গাছগুলো আপনাকে রাতে ঘুম ধরাতেও সাহায্য করবে।

সংবাদ মাধ্যমটি জানায়, এমন কিছু গাছ আছে যা আপনার শয়নকক্ষে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আবার আপনাকে রাতে ভাল ঘুমাতেও সাহায্য

করবে।

ল্যাভেন্ডার

ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধ চায় না কে? এ গাছ শয়নকক্ষে রাখলে আপনার অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমাবে এবং একটি প্রশান্তির ঘুম পেতেও সাহায্য করবে। এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ উদ্ভিদটি গর্ভবতী মায়ের স্ট্রেস লেভেল কমাতে সাহায্য করবে।

জুঁই ফুল

জুঁই ফুল শয়নকক্ষে রাখলে,এটি আপনার শরীরের উপর একটি শীতল প্রভাব ফেলে। এ উদ্ভিদটি আপনার ব্যক্তিগত উদ্বেগ মাত্রা কমাতে এবং অনেক ইতিবাচক শক্তি পেতেও সাহায্য করবে।

অ্যালোভেরা

ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা শুধু ত্বকের হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এই উদ্ভিদটি আপনার ভাল ঘুম হতেও সাহায্য করবে। এ উদ্ভিদটি থেকে রাতে অক্সিজেন নির্গত হয়। ফলে আপনি পেতে পারেন একটি প্রশান্তির ঘুম। আর ঘৃতকুমারী উদ্ভিদটি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং এটি পরিচর্যা করাও খুব সহজ কাজ।

সর্প উদ্ভিদ

নাসার মতে, শয়নকক্ষে সর্প উদ্ভিদ সবচেয়ে ভাল বায়ু ফিল্টারিং এর কাজ করে। এ উদ্ভিদটি গৃহসজ্জার কাজ ছাড়াও রাতে শয়নকক্ষে অক্সিজেন নির্গত হতে সাহায্য করে। এছাড়া ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বায়ু পরিষ্কার করার জন্য স্পাইডার প্ল্যান্টটি খুবই কার্যকরী। রাতে একটি প্রশান্তির ঘুম পেতে এ উদ্ভিদটিও আপনার শোবার ঘরে রাখতে পারেন।

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বৃত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে।

২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি।

ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে।

ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

বাড়তি ভাড়ায় শুরু 'পাঠাও কারস'

'উবার ও বাহন-এর পর ঢাকায় বাড়তি ভাড়ায় শুরু হলো অরেকটি কার ট্যাক্সি সার্ভিস 'পাঠাও কারস'। মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া 'পাঠাও' ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ কার সার্ভিস চালু করেছে বলে জানিয়েছে।

বুধবার (০১ নভেম্বর) থেকে পাঠাও তাদের একই অ্যাপসে কার ডেকে আনার ফিচারটি উন্মুক্ত করেছে।

প্রথমদিকে ১০০ টি কার দিয়ে এ সেবা শুরু হলো বলে জানিয়েছেন পাঠাও'র সিইও হেসেন এম ইলিয়াস।

নতুন চালু হওয়া পাঠাও কারস্' এর ভাড়া বর্তমানে চালু থাকা উবারের চেয়ে বেশি। তবে কার কোয়ালিটি তাদের ভালো হবে বলে দবি করেছে পাঠাও।

পাঠাও কারস'-এর বেইসফেয়ার ৫০ টাকা, যেখানে 'উবার এক্স'-এর বেইস ফেয়ার ৪০ টাকা। প্রতি কিলোমিটার ২০ টাকা, যেখানে উবার নেয় ১৮ টাকা। প্রতি মিনিট চার্জ পাঠাও নেয় আড়াই টাকা, উবার এক্ষেত্রে ৫০ পয়সা বেশি ৩ টাকা নেয়।

এ হিসেবে দেখা গেছে: উবারের চেয়ে ভাড়া কিছু বাড়িয়ে দিয়েই পাঠাও ঢাকায় শুরু করেছে অ্যাপস ভিত্তিক কার ট্যাক্সি সার্ভিস।

সরকার খসড়া নীতিমালায় এখনও ভাড়ার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি বেধে দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে একের পর এক রাইড শেয়ারিং অ্যাপস ও ট্যাক্সি সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক বাড়তি ভাড়া নিয়ে নামছে।

রাইড শেয়ারিংয়ের প্রতিযোগিতায় ভাড়া কমে না বাড়ে? আর এটি কেন? জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেননি পাঠাও'র সিইও ইলিয়াস।

তবে সরকার যদি ভাড়া ঠিক করে দেয়, মানবেন কি না' এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকার যেটা বলবে, সেটাতো করতেই হবে। সরকার যদি কিছু না বলে, তাহলে এটি নিয়ে কথা বলেতো লাভ নেই।'

ঢাকায় গত বছরের ২২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অন ডিমান্ড ট্যাক্সি সার্ভিস চালু করে উবার। তারও আগে ঢাকায় প্রথম মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং শুরু করে শেয়া এ মোটরসাইকেল 'স্যাম'।

এখন ঢাকায় রাইড শেয়ারিং মোটরসাইকেল সেবা দিচ্ছে 'পাঠাও', 'স্যাম' , 'মুভ', 'বাহন' ও 'আমরা রাইড'। আরও কয়েকটি শিগগিরই রাডি শেয়ারিং শুরু করবো বলে জানিয়েছে।

তবে বার বার ঘোষণা দিয়েও রাইড শেয়ারিং চালু করতে পারেনি দু'টি অ্যাপস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ইজিয়ার' ও গো টু টেকনোলজি।

পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়।

সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালির দেহে প্রবেশ করে। আঠালির দেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান। শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও।

বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে।

বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড় লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন

সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য।

গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকে। রক্তে এই পরিমাণ তাৎপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের নিউরোজেনেসিসগুলি প্রভাবিত হয়। ফলে, খুব সহজেই কেউ জটিল কাজ করতে পারে।

যেভাবে চালু করবেন জিহৈলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।

ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-র ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' তবে অনেকে মনে করেন, সারা পৃথিবীতে এত বাচ্চা রয়েচে। তাদেরকে তো অ্যাডপ্ট করা যায়। তাহলে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর মতো কঠিন অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কী দরকার।' উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' অপারেশন হওয়ার পর কী কী ঝুঁকি থাকছে? চিকিৎসক খাস্তগীর বলেন, 'একটা বড় অপারেশনে যা যা ঝুঁকি থাকে, সবই রয়েছে এই অপারেশনেও। পেটে ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে এমনকী প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়েছে।

পাশাপাশি রয়েছে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারশন।'

'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'- এর জন্য যা যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা কি আদৌ রয়েছে আমাদের দেশে? তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্ত ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত দলীয় কর্মীদের নিয়ে সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কোকরাঝাড়ে ঈদের নামাজে হাগ্রামা, এনআরসি প্রসঙ্গে আল্লাহতালার কাছে প্রার্থনা ইমামতির

কোকরাঝাড় (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : ত্যাগ, করুণা, মানবপ্রেম, শান্তি, সমন্বয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ডাক দিয়ে গোটা বিশ্বের পাশাপাশি নিম্ন অসমের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর সদর কোকরাঝাড়ে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। কোকরাঝাড়ে ঈদের সামূহিক নামাজ আদায়ে অংশগ্রহণ করেছেন বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি।

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে কোকরাঝাড় সিথিলার বিন্নাচারা ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত সহস্রাধিক ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে নামাজ আদায় করে বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি বলেন, সকলের মধ্যে যাতে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকা ছাড়া বিশ্বশান্তির জন্য করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি।

কোকরাঝাড় জেলার ফকিরাগ্রাম থানার অন্তর্গত বৃহত্তর এলাকার নয়টি গ্রামের হাজার হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ মনাকোশা (মাগুরমারি) ইদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত নামাজে অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে গোসাঁইগাঁও মহকুমার সদর শহরের গোসাঁইগাঁও জামে মসজিদ ছাড়াও অক্সিগুড়ি, শেরফাংগুড়ি, হাঁসরাওবাড়ি, মাটিয়াপাড়া, ভোমরাবিল, হাউরিয়াপেট, শিমুলটাপু, গোকুলকাটা, দাঁওয়াগুড়ি, গুয়াবাড়ি, ভোদিয়াগুড়ি, মান্দারপাড়া, রূপসীগাঁও, মক্রামবিল, টেংনারভিটা, কুয়া, হারভাঙ্গা যমুনাটারি, বালাপাড়া, রিমিঝিমি, মোয়ামারি, মুসলমানপাড়া, কাসুকাটা, আইভাণ্ডার ইত্যাদি সর্বজনীন ঈদগাহে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা করেছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। সব জায়গায়ই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করেছেন। এদিকে, বরপেটা জেলার হাউলি, বাঘবর, জনিয়া, বহরি, ভেল্লা, ভবানীপুর, বজালি, সরভোগ ইতিদি স্থানের সকল মসজিদ, ঈদগাহ ময়দানে হাজার হাজার ইসলামধর্মী নামাজ আদায় করেছেন। বরপেটার সর্বজনীন ঈদের নামাজে ইমামতি করেছেন শাহজামাল কাসিমি আহমেদ।

খবর পাওয়া গেছে, প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একতার বাণী ছড়িয়ে রৌতায়ও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন এলাকার ইসলামধর্মীরা। ওদালগুড়ি জেলার রৌতা থানার অন্তর্গত আমিনপাড়া ঈদগাহ ময়দানে শান্তি-সম্প্রীতির পাঠ নিয়েছেন তাঁরা। হিংসা, ঘৃণা, ভেদভাব ইত্যাদি দূর করার পাশাপাশি শংকর-আজানের মিলনভূমিতে সম্প্রীতির ধারা অটুট রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সহস্রাধিক মুসলমান জনসাধারণ।একইভাবে উজান অসমের নারায়ণপুরেও ইদ-উল-ফিতর পালন করেছেন ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। আজ সকাল নয়টা থেকে এলাকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ঈদের নামাজ আদায় করেন। নামাজের ইমামতি করেন নারায়ণপুর শহর মসজিদের মৌলবী তাহুদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অসমে চলমান এনআরসিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল ধর্মাবলম্বীদের নাম যাতে এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হয় সে ব্যাপারে তিনি আল্লাহতালার কাছে প্রার্থনা করেছেন।

বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশ দিবস পালন যোগীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.) : বৃক্ষরোপণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার লখনউতে বৃক্ষরোপণ করে তিনি।

এই উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, স্বচ্ছ পরিবেশই পারে জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে। পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন এমন সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। ফলে বনানি বা বনাঞ্চল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একান্ত দরকার। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ২৩ কোটি রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাই। ২৩ কোটি গাছ লাগানোর জন্য রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানান তিনি। এই লক্ষ্যকে বড় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। উল্লেখ্য ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বার্তায় দেশবাসীকে প্রকৃতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজা রাখার কথা বলেছেন।

বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশ দিবস পালন যোগীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.) : বৃক্ষরোপণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার লখনউতে বৃক্ষরোপণ করে তিনি।

এই উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, স্বচ্ছ পরিবেশই পারে জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে। পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন এমন সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। ফলে বনানি বা বনাঞ্চল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একান্ত দরকার। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ২৩ কোটি রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাই। ২৩ কোটি গাছ লাগানোর জন্য রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানান তিনি। এই লক্ষ্যকে বড় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। উল্লেখ্য ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বার্তায় দেশবাসীকে প্রকৃতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজা রাখার কথা বলেছেন।

প্রকৃতির সঙ্গে মায়ের মতো আচরণ করা উচিত, দাবি রামদেবের

মুম্বই, ৫ জুন (হি.স.) : প্রকৃতির সঙ্গে মায়ের মতো আচরণ করা উচিত। বুধবার এমনই দাবি করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা বিশ্লেষক করতে গিয়ে বাবা রামদেব বলেন, প্রকৃতি এবং পরিবেশ, তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুযোগের পাশাপাশি সঙ্কটও তৈরি করে থাকে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে মায়ের মতো আচরণ করা উচিত। প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে মানুষের উচিত যুক্তিসঙ্গত ভাবে আচরণ করা। প্রকৃতি নিয়ে খেলা করলে, তার পরিমাণ মানুষকে বুঝতে হবে। পরিমিত পণ্যের ব্যবহার, কোনও মানুষের একটি মাত্র মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে, কেন তার পাঁচটি মোবাইল ফোন দরকার। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগগুরু বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তার প্রভাব গিয়ে পড়বে প্রকৃতির উপর। এর ফলেই বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। এমনকি মাংস খাওয়ার উপরও রাশ টানা উচিত বলে দাবি করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রামদেব বলেন, এক কিলোগ্রাম মাংসের পাওয়ার জন্য পশুদের ১০০ কিলোগ্রাম খাদ্য পশুদের খাওয়াতে হয়। ফলে অতিরিক্ত শস্য ও সবজি অপচয় হয়। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য নিরামিশ খাওয়া উচিত। কারখানার বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষিত হয়। ধূমপান এবং গুটখা থেকে পরিবেশ বেশি মাত্রায় দূষিত হয়। মদ্যপান এবং সিগারেট খেলে মানসিক চাপ কখনই কমে না। দুর্নীতিজনিত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকলে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১১ জুন বিদ্যাসাগর কলেজে মূর্তি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,৫ জুন (হি.স): বিদ্যাসাগর কলেজে ভেঙ্গে যাওয়া বিদ্যাসাগরের মূর্তি আবার নতুন করে বসানো হবে আগামী ১১ জুন মঙ্গলবার। গত ১৭ মে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের ভাঙা মূর্তির জায়গায় নতুন মূর্তি বসাবে রাজ্য সরকার। বুধবার শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১১ জুন সেই মূর্তি বসানো হবে বিদ্যাসাগর কলেজে। তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি সমাবেশে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী। রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমন্ত্রিত হবেন এই সমাবেশে, সঙ্গে বিভিন্ন কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধানরা। তাছাড়াও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রাজ্যের বিদ্বজ্জনের একাংশের। শিক্ষা দফতর সূত্রে আরও জানা গেছে, সমাবেশে ভাষণ শেষে পদযাত্রা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিধান সরণীতে বিদ্যাসাগর কলেজ পর্যন্ত যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং তারপরেই সেখানে উদ্বোধন করবেন নতুন মূর্তির।

গত ২৮ মে জানা যায়, বিদ্যাসাগরের মূর্তি কে বা কারা ভেঙেছে। তার তদন্ত করতে পাঁচ-সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওই কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা, অতিরিক্ত কমিশনার জাভেদ শামিম, পুলিশ আধিকারিক কৌশিক দাস, এবং বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম কুণ্ডু।

এর আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র যে মূর্তি গড়বে মমতা সরকার তাই নয়, বিদ্যাসাগরের নামে মিউজিয়ামও তৈরি করা হবে। পাশাপাশি বিদ্যাসাগর কলেজকে হেরিটেজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বিদ্যাসাগর কলেজেই ভারতের প্রথম কলেজ, যা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের আর্থিক সহায়তায় এবং পরিচালনায় ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি এই কলেজের সমস্ত শিক্ষকও ছিলেন ভারতীয়।

পাথারকান্দিতে সাড়ম্বরে পালিত ঈদ-উল-ফিতর

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি মহকুমার সর্বত্র আজ সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে মুসলিম জাহানের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। মহকুমার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈদের নমাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে পালন করছেন তাদের অন্যতম প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও মাসব্যাপী পবিত্র সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে বুধবার পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর পালন করেছেন বৃহত্তর পাথারকান্দির ইসলাম ধর্মালম্বীরা। নিরাপত্তাজনিত কারণে এদিন পাথারকান্দি ও বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত বেশ কিছু এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী দিনভর টহল দিয়েছে। ঈদ উপলক্ষ্যে এলাকার বিভিন্ন স্থানে মেলাও বসে।

এ উপলক্ষ্যে বুধবার এলাকার সবকটি ঈদগাহ ময়দানে সকাল আটটা থেকেই ধর্মপ্রাণ নমাজিদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শুরু থেকেই প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টিতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ঈদের নামাজ শেষে বিভিন্নজন পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

আজ সকাল থেকেই পথারকান্দির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও নমাজের সময় বৃষ্টিপাত হয়নি। ফলে স্বাচ্ছন্দ্যে নমাজ আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন এলাকার হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

এবারের ঈদে ফিতরার পরিমাণ ছিল ৫৫ টাকা। এলাকার প্রায় ২৫টি ছোট বড় ঈদগাহকে মঙ্গলবার থেকেই মেজেঘসে সাফসুতরো করে যথাসাধ্য সাজিয়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন ঈদগাহ পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা। স্থানে স্থানে লাগানো হয়েছিল ঈদ মোবারক সংবলিত শুভেচ্ছাবার্তা সংক্রান্ত তোরণ। নতুন জামাকাপড় পরিধান করে এক একটি ঈদগাহে সকাল থেকে জমায়েত হতে থাকেন ধর্মপ্রাণরা। ক্লেশ বিদ্বেষ হিংসা নিন্দা ইত্যাদি পরিহার করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা একত্রিত হয়ে নমাজ আদায় করেন আজ। সকাল আটটা থেকে নয়টার মধ্যে বিভিন্ন ঈদগাহে নমাজ আদায় সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

পাথারকান্দি মহকুমার সদর পাথারকান্দি, লোয়াইপোয়া, কটামণি, নাগ্রা, ঝেরঝেরি, মানিকবন্দ, ছলামনা, ইছারপার, ছবড়ি, কালাছড়া, বাজারিছড়া, চন্দ্রপুর, ছাগলমোয়া, জালালনগর, ডেঙ্গারবন্দ, বৈঠাখাল, আসিমগঞ্জ, চেরাগি, কাবাড়িবন্দ, মধুরবন্দ, টিলাবাজার, জুড়বাড়ি, ডেফলআলা, কাঁঠালতলি, মৈনা, রাতাবাড়ি প্রভৃতি স্থানের ঈদগাহগুলোতে সামূহিক ঈদের নমাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি ঈদগাহে অনুষ্ঠিত নমাজে ইমামতি করেন বিশিষ্ট মৌলানারা। নমাজ শেষে বিশ্বশান্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রার্থনারও।

ঈদ উপলক্ষ্যে এক বার্তায় ইসলাম ধর্মালম্বীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। ত্যাগ, করুণা, মানবপ্রেম, শান্তি, সমন্বয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ আরও বেশি যাতে সুদৃঢ় হয় সেই কামনা করেছেন তিনি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

মুম্বই, ৫ জুন (হি.স.) : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মুম্বইয়ের রাজভবনে বৃক্ষরোপণ করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বিদ্যাসাগর রাও, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, বনমন্ত্রী সুধীর মুনগানতিওয়ার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঈশা ফাউন্ডেশনের সদগুরু জাগিগ বাসুদেব।

রাজভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছিল বন দফতর এবং ড় নানাসাহেব ধর্মাধিকারি প্রতিশন। এদিন প্রায় ৩০০টি চারা গাছ রোপণ করা হয়। পরে রাজভবন সংলগ্ন একটি শতাব্দী প্রচীন সমুদ্র সৈকত ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল বিদ্যাসাগর রাও, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং সদগুরু জাগিগ বাসুদেব। তাদের সঙ্গে ছিলেন বনদফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী বিকাশ খাড়গে, কৃষি বিভাগের সচিব একনাথ দাভলে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বন এবং পূর্ত দফতরের কর্মীরা।

উল্লেখ্য ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বার্তায় দেশবাসীকে প্রকৃতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজা রাখার কথা বলেছেন।

তেলেঙ্গানায় সাড়ম্বরে পালিত হল ঈদ-উল-ফিতর

হায়দরাবাদ, ৫ জুন (হি.স.): হায়দরাবাদ সহ তেলেঙ্গানার অন্যত্র সাড়ম্বরে পালিত হল ঈদ-উল-ফিতর। পরম্পরার সঙ্গে নতুনের মিশেল ঘটিয়ে বহু মানুষ এই উৎসবে যোগ দেয়।

বুধবার সকালে মসজিদ এবং ঈদগারে নমাজ পাঠ করেন বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান। পরে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শহরের মীর আলম ঈদগার, ঈউসুফগুদা ঈদগারের মতো ঐতিহ্যশালী ঈদগারগুলিতে বহুমানুষের সমাগম হয়। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পুলিশ কমিশনার অঞ্জনি কুমার। হায়দরাবাদ ছাড়াও রাজ্যের অন্যত্র মহাসমারোহে পালিত হয় ঈদ। তেলেঙ্গানার মেহবুবনগর, খামামে মানুষ উদ্দীপনার দেখার মতো ছিল। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ মেহমুদ ঈদ উপলক্ষ্যে নিজের বাসভবনে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। টিআরএসের কার্যকারী সভাপতি কে টি রামা রাও এবং অন্যান্য নেতা-মন্ত্রী এই ভোজে যোগ দেন।

ঈদ উলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান রাজ্যপাল ইএসএল নরসিমহা, মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এন উত্তম কুমার রেড্ডি এবং অন্যান্য নেতারা।

শোভাবাজার, সন্তোষপুর বাজারে পরিবেশ দিবস উদযাপন

কলকাতা, ৫ জুন(হি.স.): পুরসভার জল নিয়মিত পরীক্ষা করানোর দাবি উঠল বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সমাবেশে। বুধবার যাদবপুরের সন্তোষপুরে বিজেপি-র ডাকা এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগার থেকে এই জল পরীক্ষার দাবি করা হয়।

জল ফুটিয়ে পান করা, গাড়ির অযথা হর্নের শব্দ এবং প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধ করার ব্যাপারেও দাবি তোলেন সমবেতরা। এই রকম নানা দাবি-সম্বলিত পোষ্টার গলায় ঝুলিয়ে বিজেপি উত্তর মন্ডলের কিছু স্বেচ্ছাসেবী সন্তোষপুর পুর-বাজারের কাছে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করে। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন পরিবেশবিদ মোহিত রায়।

এই দিন সকালে মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক নামে

ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুরে পোলিং এজেন্ট হওয়া বিজেপিকর্মীর বাড়িতে হামলা, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুর্গাপুর, ৫ জুন(হি.স.): ভোটের দিন পোলিং এজেন্ট হিসেবে বসার জেরে বিজেপিকর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে লাউদোহার শঙ্করপুর গ্রামে। গুরতর জখম প্রশান্ত বাগদী নামে ওই বিজেপিকর্মী দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনায় জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে শঙ্করপুর গ্রামে বিজেপির পোলিং এজেন্ট বসেছিলেন আক্রান্ত প্রশান্ত বাগদী। বুধবার হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে তিনি জানান,' গতকাল রাত্রে এলাকার কিছু তৃণমূলকর্মী যারা জমি মাফিয়া সিন্ডিকেটের মাথায় রয়েছে, তাদের নেতৃত্বে অতর্কিতে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়ী ভাঙচুর করে। বাধা দিতে যাওয়ায় আমাকে মাটিতে ফেলে মারধর করে।' মারধরে প্রশান্তর একটি পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিজেপির পান্ডবেশ্বর -২ নং মন্ডল সভাপতি সঞ্জিত বাউরী জানান,' অঞ্চল ভিত্তিক ফলাফলে লাউদোহার জেমুয়া, শঙ্করপুর এলাকায় বিজেপি অনেক এগিয়ে। আর সেই কারণে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে তৃণমূল। বিজেপিকর্মীদের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে ও মারধর করছে। আমরা থানায় জানিয়েছি। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পাশাপাশি শাস্তির দাবী জানিয়েছি।' অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবী, বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। এখানে তৃণমূলের কোন যোগ নেই।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খোদ কলকাতায় গণপিটুনিতে মৃত্যু যুবকের

কলকাতা,৫ জুন (হি.স) : খোদ কলকাতায় গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। মানিকতলায় চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। বুধবার সকালে গোটা ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ কুকুর নিয়ে হাজির হয় মানিকতলা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে শিববাড়ি মাঠ এলাকার বাজার থেকে চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করে স্থানীয়রা। এরপর এলাকারই একটি ক্লাব ঘরে ওই যুবককে আটকে রাখা হয়। জানা গেছে, সেখানেই তাঁকে বেঁধে রেখে চোর সন্দেহে চলে বেধড়ক মারধর। এরপর ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গণপিটুনির চোটেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মানিকতলার ওই ক্লাবঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, উইকেট এবং বাঁশ। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে এখনও কিছু জানা যায়নি। ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যাঁরা জড়িত তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সন্দেহভাজন হিসেবে কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রপাতে নিহত ২

মেদিনীপুর, ৫ জুন (হি.স.) : বুধবার বজ্রপাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দুটি স্থানে । প্রথমটি গ্রামের পাশে একশো দিনের প্রকল্পের কাজ করার সময়ে বজ্রপাত হলে সেখানেই মৃত্যু হয়েছে একজনের, আহত হয়েছেন আরও ১২ জন । এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্তর্গত পলাশপাই গ্রামে ।

পুলিশ জানায় মৃতের নাম, নিদ্রা কবি (৫৫)। গুরুতর আহত অবস্থায় ৮ জন ঘাটাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।প্রাথমিক চিকিতার পরে

ছয়ের পাতায়

অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার পুলিশের

ঝাড়গ্রাম, ৫ জুন (হি.স.) : রেল স্টেশন থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে, খড়গপুর টাটা নগর ডিভিশনের বাঁশতলা রেল স্টেশনে।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাঁশতলা রেল স্টেশনের প্লাটফর্মের মধ্যে এক মাঝবয়সী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর ঝাড়গ্রাম জিআরপিকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেন। পুলিশ মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন থানা এলাকায় খবর পাঠিয়েছেন।

নর্দান স্কুলের বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয়ে হাজির কবির সুমন

কলকাতা, ৫ জুন (হি.স.) : এক গুচ্ছ কচি কাচাকে সঙ্গে নিয়ে নর্দান স্কুলের বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয়ে হাজির হলেন সঙ্গীত শিল্পী কবির সুমন। বুধবার কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল নর্দান মিউজিক স্কুলের সঙ্গীতানুষ্ঠান "বার্ষিক গ্র্যান্ড কনসার্ট"। নর্দান মিউজিক স্কুল বিগত ষোলো বছর ধরে পিয়ানো, কীবোর্ড, গিটার, ভায়োলিন, ড্রামস, ভোকাল, নৃত্য, বাঁশ এবং তবলা উভয় পশ্চিমা শাস্ত্রীয় ও ভারতীয় সংগীত শৈলী শেখাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তাই আজ নর্দান মিউজিক স্কুলের বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে কচিকাচাদের সাথে সঙ্গীতশিল্পী কবির সুমনের গানের ভুবনে মেতে উঠেছিল বুধবারের সন্ধ্যা। নর্দান মিউজিক স্কুলেকে কলকাতার বাকী মিউজিক স্কুলের মধ্যে শীর্ষ সঙ্গীত স্কুল হিসাবে মনে করেন সঙ্গীত শিল্পী কবির সুমন।

বুধবার সারা রাজ্যে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯। ছবি- নিজস্ব।

দক্ষিণ শালমারা-সহ গোটা অসমে উচ্ছ্বলতার সঙ্গে পালিত ঈদ, বিশ্বশান্তির জন্য প্রার্থনা

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৫ জুন (হি.স.) : সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আজ দক্ষিণ শালমারা মানকাচরের পাশাপাশি গোটা অসমের শতাধিক ঈদগাহ ময়দানে ইসলাম ধর্মালম্বীরা সামূহিক নমাজ আদায় করে একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে উচ্ছ্বলতার সঙ্গে ঈদ-উল-ফিতর পালন করেছেন।
আজ সকাল নয়টায় জেলার মানকাচর মিরজুমলা ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নমাজে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া জেলা সদর হাটশিঙিমারি ঈদগাহ ময়দানে দুই সহস্রাধিক ইসলাম ধর্মের মানুষ সামূহিক ঈদের নমাজ আদায় করেছেন সকাল ৯.৩০ মিনিটে। একইভাবে মানকাচরের কাক্রিপাড়া, ঝনঝনি, কালাপানি, বাঘাপাড়া, জাঙাল, দিয়ারা, পাথরিয়া, কুকুরামারা, গজারিকান্দি, সোনাপুর, কাঁঠালবাড়ি, মানুল্লাপাড়া, ভরাকাটা, শান্তিপুর, কলেজনগর, শালমারা, টুমনি, আইরকাটা, ফাঁকিরগঞ্জ, শালকাটা, মাটিফাতা-সহ শতাধিক ঈদগাহ ময়দানে নয়টা ঈদের নামাজ আদায় করা হয়েছে।
ঈদের নামাজ পর্বের পর একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করা ছাড়াও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন ধর্মপ্রাণরা। মুসলিম অধ্যুষিত এই জেলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আজ পায়স, শেওয়াই, খিচুড়ি, বিভিন্ন ধরনের পিঠা ইত্যাদি তৈরি করে বাড়ি বাড়ি বিলি করে খুশির ঈদ পালন করেছেন।
এদিকে কোকরাঝাড় জেলার ফকিরাগ্রাম থানাধীন বৃহত্তর এলাকার নয়টি গ্রামের হাজার হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ মনাকোশা (মাগুরমারি) ঈদগাহ ময়দানে নামাজে অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে গোসাঁইগাঁওয়েও ঈদের আনন্দে মেতে ওঠেন মানুষ। মহকুমার সদর শহরের গোসাঁইগাঁও জামে মসজিদ ছাড়াও অক্সিগুড়ি, শেরফাংগুড়ি, হাঁসরাওবাড়ি, মাটিয়াপাড়া, ভোমরাবিল, হাউরিয়াপেট, শিমুলটাপু, গোকুলকাটা, দাঁওয়াগুড়ি, গুয়াবাড়ি, ভোদিয়াগুড়ি, মান্দারপাড়া, রূপসীগাঁও, মক্রামবিল, টেংনারভিটা, কচুয়া, হারভাঙ্গা যমুনাটারি, বালাপাড়া, রিমিঝিমি, মোয়ামারি, মুসলমানপাড়া, কাসুকাটা, আইভাণ্ডার ইত্যাদি সর্বজনীন ঈদগাহে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা করেছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। সব জায়গায়ই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করেছেন ধর্মপ্রাণরা।

জালে

● প্রথম পাতার পর
ধৃত দুই চোর কদমতলা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে ওরাই বাইক চুরি কান্ডে যুক্ত।কদমতলা থানার পুলিশ আটকাধীন চোরের জিজ্ঞাসাবাদের উপর ভিত্তি করেই কদমতলা থানা এলাকার পৃথক পৃথক দুটি যাওগা থেকে চুরি হওয়া দুটি বাইক উদ্ধার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ।আজ ধৃত দুই চোরকে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করা হয়।প্রসঙ্গত গত চারদিন আগে কদমতলা বাজার থেকে একটি বাইক চুরি হয় প্রতিনিয়ত বাইক চুরির ঘটনায় উৎকণ্ঠায় ধর্মনগর মহকুমার বাসিন্দারা। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন কদমতলা থানার ওসি দেব জিৎ চ্যাটার্জী ও এস আই অপু দাস। থানার ওসি জানান, ধৃত দুই চোর স্বীকার করেছে যে ওরা বাইক চুরি কান্ডে যুক্ত। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই চুরি হওয়া দুটি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।দুটি বাইক নম্বর বিহীন হিরো সুপার স্পেন্ডার।কালো ও লাল রঙের দুটি বাইক।উনি আরো জানান,উনাদের এধরনের প্রয়াস জারি থাকবে এবং উনারা চেষ্টা করছেন এই বাইক চুরি চক্রের বাকি পাণ্ডাদের জালে তুলতে।কদমতলা থানার পুলিশ মামলা হাতে নিয়েছে ঘটনাটি তদন্ত করছে।

আহত সাত

আটের পাতার পর
চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে দুইজনের মৃত্যু হয়। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকি ছয় জনের চিকিৎসা চলছে। আহতদের মধ্যে কয়েক আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিসক। নিহতদের মধ্যে দুইজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। নিহতরা হলে ভূষণ কুমার (৭০) বাড়ি উধমপুরের বারেইনে, বিনয় কুমার (২৫) বাড়ি উধমপুরের লানসি। তৃতীয় মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আহতরা হলেন সিমরান শর্মা (২৫), সুরিন্দর ভাট্ট (৪৪), বিনদিয়া দেবী (৩৫), গোপাল দাস (৩০), মানভি (১৫), তৃপ্তি রানি (৬৪), ভূষণ কুমার (৬৪)। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অভিযান

আটের পাতার পর
এই বিষাক্ত গাছ ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের পক্ষে সব থেকে বিপজ্জনক হল এর ফুলের রেনু। বাতাসে ভেসে বেড়ানোর কারণে মানুষ অতি দ্রুত আক্রান্ত হতে পারে। তাই ফুল আসার আগেই এই গাছটিকে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে একে নির্মূল করতে না পারলে সমূহ বিপদ।

বাইক আরোহী

আটের পাতার পর
দিনাজপুরে গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি এলাকায়। আহতদের নাম তসলিম আলি ও ইয়াদুল হক। বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিকনপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, এদিন তসলিম ও ইয়াদুল একটি বাইকে করে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি গাড়ির সঙ্গে তাদের বাইকের সংঘর্ষ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় দুই যুবককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক।-

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর
জানান, ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। পবিত্র রমজান মাসে রোজার পর যাতে সকলে খুশির ঈদ উদযাপন করতে পারেন তার জন্য ধনিক অংশের মানুষকে সমাজের গরিব-দুঃখিদের কিছু দান করার বিধান রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে যাতে শান্তি বিরাজ করে, সকলে যাতে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন এজন্য মহান আল্লাহতালার কাছে প্রার্থনা তিনি করেছেন বলে জানান।
আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার প্রতিটি মসজিদে প্রচুর ভিড় ছিল আজ। এ উপলক্ষ্যে মসজিদগুলির বাইরে মেলাও বসে।
পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তিনি বলেছেন, ঈদ যেন সকলের জন্য খুশি নিয়ে আসে, সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং সকলের জীবন যাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে তা কামনা করছেন তিনি।

একই রকম

● প্রথম পাতার পর
প্রশ্নপত্র বণ্টনে সুবিধা হবে বলে দাবি শিক্ষামন্ত্রীর।
এদিকে, রাজ্যের ৬৭টি বিদ্যালয়ে নার্সারি পাঠক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষের ১ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ওইসব বিদ্যালয়গুলিতে নার্সারি পাঠক্রম। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে, তাই ত্রিপুরার আট জেলায় মোট ৬৭টি জেবি, এসবি, হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে নার্সারি চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মজবুত করা হলে ভবিষ্যতে তারা প্রকৃত শিক্ষিত হবেন।
শিক্ষামন্ত্রী নাথ জানিয়েছেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৮টি, ঊনকোটি জেলায় ৪টি, ধলাই জেলায় ১০টি, খোয়াই জেলায় ৫টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১১টি, সিপাহিজলা জেলায় ৯টি, গোমতি জেলায় ১০টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১০টি বিদ্যালয়ে নার্সারি চালু করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় মোট ৫৪টি ব্লক স্তরে, ৭টি পুর পরিষদ এবং ৬টি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ওই বিদ্যালয়গুলি রয়েছে। তাছাড়া, যে-সব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যায় প্রচুর, কেবলমাত্র ওই সব বিদ্যায়লয়গুলিকেই বাছাই করা হয়েছে ।তিনি জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই নার্সারিতে ভরতি প্রক্রিয়া শুরু হবে । ভরতি প্রক্রিয়া শেষে ১ জুলাই থেকে পঠনপাঠন শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

নিহত ২

পাচের পাতার পর
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আরও চারজনকে । গ্রামের আইসিডিএসের ভূমি উন্নয়নের কাজ করছিলেন স্থানীয় প্রায় ৩০-৪০ জন কর্মী ।ওই সময় হঠাৎ মেঘ কালো করে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয় । সেখান থেকে সরে পালানোর আগেই বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই এক জন মারা যায়। আহত হয়ে ছিটকে হয়ে পড়েন বাকিরা । গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র , পরে ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি করেন ।
অন্যদিকে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। বুধবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানার গগনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুড়াকাটা এলাকায়। বৃষ্টির মুখে মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়েছিলেন শ্রীকান্ত রাউল (৪৫)। তখনই বাজ পড়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শ্রীকান্ত। মাঠে অন্যান্য লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন তাকে। মৃতদেহ সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বেলদা থানার পুলিশ।

দিবস উদযাপন

পাচের পাতার পর
একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধের লক্ষ্যে শোভাবাজার বাজার অঞ্চলে একটি সমাবেশ হয়। সংগঠনের সম্পাদক ডি আশিস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "প্লাস্টিক ব্যাগের জন্য একদিকে নানা নিকাশিপথের সংযোগ আটকে যাচ্ছে, অন্যদিকে পেটে ক্যারিব্যাগের টুকরো যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে গরু-কুকুর-বেড়াল অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মারাও যাচ্ছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা কাপড়ের ব্যাগ বিতরণ করে মানুষকে সচেতন হওয়ার অনুরোধ করে।

তৃণমূলের দিকে

তিনের পাতার পর
পুড়ে গিয়েছিল। উমা দেহরীর অভিযোগ,-বাড়ির সকলে বিজেপির বিজয় মিছিলে যাওয়ার পর পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগিয়েছে তৃণমূল। ওরা দীর্ঘদিন ধরে হুমকি দিচ্ছিল বিজেপি করি বলে । সত্যি সত্যি আগুন লাগিয়ে দেবে বলে ভাবতে পারিনি । আমি পুলিশে জানাবো , আমরাও ছাড়াব না । অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের নেতারা । তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন -' শুনেছি পারিবারিক কোন্দলে এটা হয়েছে বলে । আমাদের লোকের নামে চাপিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা হচ্ছে ।

দিবস পালন

তিনের পাতার পর
আবাসন এলাকায় প্রায় ৫ শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয় এবং প্রকল্প সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দাদের আম, জাম, কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি ও বিভিন্ন ফুলের চারা বিলি করা হয়। এই বৃক্ষরোপণ ও চারা বিলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের আরও দুই চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার সিকদার ও বুদ্ধদেব ঢোল ছাড়াও ডিজিএম(এ) প্রবীর কুমার চাঁদ, সিনিয়র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর রঞ্জিত কুমার রজক ও প্রকল্পের বিভিন্ন আধিকারিক গন। অপরদিকে বাঁকুড়া লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে গাছের চারা বিলি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য বিপ্রদাস মিদ্যা পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।গঙ্গাজলঘাটি থানার দেউলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শুভেন্দু লায়েক জানান, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এ দিন তারা সকালে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করেন। এছাড়াও স্কুল প্রাঙ্গণে এসে এইসব খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে বনসৃজন বিষয়ে একটি নাটক উপস্থাপিত করা হয়। বাঁকুড়া লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

লুধিয়ানা ও জলন্ধরে ধুলো ঝড়ের তাণ্ডব : মৃত্যু ৩ জনের, আহত ৭ জন

লুধিয়ানা ও জলন্ধর, ৫ জুন (হি.স.): পঞ্জাবের লুধিয়ানা ও জলন্ধরে ধুলো ঝড়ের তাণ্ডবে অকালেই প্রাণ হারালেন ৩ জনঊ এছাড়াও বহু মানুষ আহত হয়েছেনঊ মঙ্গলবার রাতে প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে জলন্ধরেঊ রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ জলন্ধরে ঝড়-বৃষ্টির জেরে বেসরকারি হাসপাতালের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা একজন ব্যক্তিরঊ দেওয়াল ভেঙে পড়ায় একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ মৃতের নাম হল, সন্দীপ কুমারঊ
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে লুধিয়ানার হাইবোওয়ালের ইন্দরপ্রীত কলোনিতেঊ ধুলো ঝড়ে মৃত্যু হয়েছে ভাই-বোনেরঊ এছাড়াও শিশু-সহ ৩ জনকে উদ্ধার করে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মৃতদের নাম হল, ধীরজ (২) এবং তাঁর বোন কুমকুম (৪)ঊ আহতদের নাম হল, নেহা (৯), প্রীতি (৭), নিশা (৮), কাজল (৯), সন্তোষ (৩৮), বিজয় (৩৬) এবং নীলম (৩০)ঊ
পেশায় দিনমজুর সন্তোষ ও তাঁর ভাই ইন্দরপ্রীত কলোনিতে ভাড়া বাড়িতে থাকতেনঊ মঙ্গলবার রাতে বাড়ির ছাদে ঘুমিয়েছিলেন তাঁরাঊ রাত ১১.১৫ মিনিট নাগাদ আচমকাই ধুলো ঝড় আছড়ে পড়েঊ সন্তোষের ভাই জানিয়েছেন, বিছানার চাদর আনতে সেই সময় নিচে গিয়েছিল আমার স্ত্রীঊ হঠাত আমাদের প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েঊ এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরঊ আহতদের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

হিঙ্গলগঞ্জ ডায়রিয়া আক্রান্ত শতাধিক গ্রামবাসী

বসিরহাট, ৫ জুন(হি,স): মঙ্গলবার রাত থেকে ডায়রিয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হিঙ্গলগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রামে। ডায়রিয়া আক্রান্ত আনুমানিক ৫২ জনকে হিঙ্গলগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশু ও মহিলাসহ ৬ জনকে রেফার করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার রাত ৮ টার পর থেকে বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক এর বোলতলা ও উত্তর মামুদপুর এলাকায় ডায়রিয়ার প্রকোপ ধরা পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। রাত থেকেই পায়খানা, বমি ও জ্বরের লক্ষণ ধরা পড়ে গ্রামবাসীদের শরীরে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোর পরও প্রকোপ বাড়তে থাকায় বুধবার সকাল থেকে গ্রামবাসীদের লাইন পড়ে যায় হিঙ্গলগঞ্জ এর স্যান্ডেলের হাসপাতলে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা আক্রান্ত হয় ডায়রিয়ায়। বুধবার বিকাল পর্যন্ত আনুমানিক ৫২ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে ভর্তি করা হয় স্যান্ডেলের বিল হাসপাতালে। যার মধ্যে আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ টি শিশু। আক্রান্তদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই শিশুসহ ৬ জনকে রেফার করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। এছাড়াও বেশ কিছু ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে ভর্তি করা হয় টাকী গ্রামীণ হাসপাতালে। ডায়রিয়া আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর হয়ে ওঠে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালের আউটডোর চিকিৎসার পাশাপাশি গ্রামেও মেডিকেল টিম পাঠানো হয় স্বাস্থ্য জেলার পক্ষ থেকে। প্রাথমিকভাবে ভ্যাটের পাইপলাইনের জল থেকে এই রোগের উৎপত্তি বলে অনুমান জেলা স্বাস্থ্য দফতরের। আর সেখানে ভ্যাটের জল সরবরাহের পাইপ সিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার সি এম ও এইচ দেবব্রত মুখার্জী। যদিও ভ্যাটের জল ছাড়া অন্য কোন পানীয় জল থেকেও এই রোগের উৎপত্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রোগের আসল কারণ নির্ণয় করতে পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে।

ঈদের দিনও অশান্ত কাশ্মীর : পুলওয়ামা সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু মহিলার, গুলিবিদ্ধ যুবক

শ্রীনগর, ৫ জুন (হি .স.): ভূস্বর্গে সন্ত্রাসবাদী হামলা থামছেই হচ্ছে নাঊ তাও আবার পবিত্র ঈদের দিনওঊ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন একজন মহিলাঊ পুলওয়ামা জেলার কাকাপোরার নারবাল গ্রামের ঘটনাঊ সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন যুবকঊ গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ ওই যুবকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ সন্ত্রাসবাদী হামলার পরই গোটা এলাকায় প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছেঊ সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত মহিলার নাম হল, নাগীনা জানঊ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন জালালউদ্দিন ভুফান্ডা নামে একজন যুবকঊ
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার সকালে পুলওয়ামা জেলার কাকাপোরার নারবাল গ্রামের বাসিন্দা নাগীনা জান নামে ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকে পড়ে সন্দেহভাজন জঙ্গিরাঊ বাড়ি ঢোকা মাত্রই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে জঙ্গিরাঊ দুষ্কৃতীদের এলোপাথাড়ি গুলিতে গুরুতর জখম হন ওই মহিলাঊ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন জালালউদ্দিন নামে একজন যুবকওঊ গুলি চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়ঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় ওই মহিলা ও যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় মহিলার

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর
করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
আজকের নেশাদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনা এ-বছর ত্রিপুরার মধ্যে তৃতীয় বড় ঘটনা বলেও জানানো হয়েছে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্সের তরফে।

ছয়জন

● প্রথম পাতার পর
থেকে অন্য সিলিন্ডারে গ্যাস পাঠানো যায়। পুলিশ সুপার জানান তাদের বিরুদ্ধে ৩৬/১৯-এ মামলা নেওয়া হয়েছে এবং স্পেশাল কেইস হিসাবে বিবেচনা করে এমন ধারা দেওয়া হবে যাতে জামিন না পায়।

গ্রামীণ

● প্রথম পাতার পর
বেরিয়ে আসা উচিত। কিন্তু, আদৌ পুলিশ এই চুরির রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হবে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর
করা হয়। বৈধকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তিনি জানান, আগামী ২০ জুন থেকে এডিসির ৫টি জোনালে আদিবাসী কংগ্রেসের কনভেনশন শুরু হবে। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আদিবাসী কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তি আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যেই এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা, এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং পিজিপি অধিকর্তার কাছে বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদানের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে আদিবাসী কংগ্রেস কমিটি। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বলেন, উপজাতিদের ঘরে এখনও জুমের ফসল উঠেনি। উপজাতি এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। রেগার কাজ নেই। এডিসি এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে রেগার কাজের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

উত্তর দিনাজপুরে লরির ধাক্কায় নিহত এক ব্যক্তি

রায়গঞ্জ, ৫ জুন (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরে লরির ধাক্কায় নিহত এক ব্যক্তি। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব কলেজপাড়া এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।
উত্তর দিনাজপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঊ লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এদিন দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব কলেজপাড়া এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম নাড়ু গোপাল সরকার (৩৫)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার কলেজ পাড়ার ইন্দিরা কলোনি এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘাতক লরিটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।
এদিকে, আজ দুপুরে জেলার করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি এলাকায় গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক। আহতদের নাম তসলিম আলি ও ইয়াদুল হক। বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিকনপুর গ্রামে। রক্তাক্ত অবস্থায় দুই যুবককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক।

রাজনৈতিক পথ প্রত্যেকের জন্যই খোলা, মায়াবতীকে বার্তা অখিলেশের

লখনউ, ৫ জুন (হি.স.): খুব বেশি দিন টিকল না 'মহাজোট'-এর সুসম্পর্কঊ একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতীঊ উত্তর প্রদেশে ১১ জন বিধায়ক লোকসভায় জিতে এসেছেনঊ এবার ওই সমস্ত আসনগুলিতে উপ-নির্বাচন হবেঊ মায়াবাতী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, সব ক'টি উপনির্বাচনেই একলা লড়বে বহুজন সমাজ পার্টিঊ সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র প্রধান অখিলেশ যাদবও জানিয়েছেন, '১১টি আসনে সমাজবাদী পার্টিও একাই লড়বেঊ' তবে, মহাজোট এবং নির্বাচনে একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে অখিলেশের মত হল, 'রাজনৈতিক পথ প্রত্যেকের জন্যই খোলা রয়েছেঊ' বুধবার সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে অখিলেশ যাদব বলেছেন, "কখনও কখনও পরীক্ষায় সফল হওয়া যায় না, কিন্তু দুর্বলতা সম্পর্কে জানা যায়ঊ প্রথম সাংবাদিক সম্মেলেন মায়াবাতীজীর উদ্দেশ্যে আমি বলেছিলাম 'আমার সম্মান তাঁর সম্মানই হবে' আমি এখনও তাই বলছিঊ যতদূর পর্যন্ত মহাজোট এবং নির্বাচনে একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়, রাজনৈতিক পথ প্রত্যেকের জন্যই খোলা রয়েছেঊ"
সপা প্রধান অখিলেশ যাদব এদিন আরও বলেছেন, 'উপ-নির্বাচনে যদি আমাদের একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, তবে এ বিষয়ে আমি দলের সমস্ত নেতার সঙ্গে ভবিষ্যতের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করবঊ' উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে বিজেপিকে রুখতে হাত মিলিয়েছেন মায়াবতী এবং অখিলেশ যাদবঊ দু'জনেরই স্বপ্ন পূরণ হয়নিঊ তাই এবার একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী

কিছুদিন পরেই লোকসভার অধিবেশন, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির দলনেতা নির্বাচিত হলেন পি ভি মিধুন

বিজয়ওয়াড়া, ৫ জুন (হি.স.): আগামী ১৭ জুন থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন, চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্তঊ প্রত্যাবর্তনের পর নরেন্দ্র মোদী সরকারের বাজেট পেশ করা হবে আগামী ৫ জুলাইঊ তার আগে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির সংসদীয় দলনেতা এবং লোকসভার দলনেতা নির্বাচিত করা হলঊ ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি সূত্রের খবর, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির সংসদীয় দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ ভি বিজয়সাইঊ সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন পি ভি মিধুন এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির মুখ্য সচেতক নির্বাচিত হয়েছেন এম ভরত রামঊ
পাশাপাশি তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র পক্ষ থেকে লোকসভায় মুখ্য সচেতক নির্বাচিত করা হয় টিডিপি সাংসদ কেসিনেনি শ্রীনিবাসকেঊ কিন্তু, তিনি ওই পদে থাকতে চান না, এই মর্মে টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে বিশেষ আবেদনও করেছেন কেসিনেনি শ্রীনিবাসঊ বুধবার টিডিপি সাংসদ কেসিনানি শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, 'আমাকে লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক নির্বাচিত করার জন্য চন্দ্রবাবু নাইডুকে ধন্যবাদঊ কিন্তু, তাঁর কাছে আমি অনুরোধ করেছি, আমার থেকে দক্ষ অন্য কাউকে ওই পদের দায়িত্ব দেওয়া হোকঊ আমি মনে করি, এত বড় পদের দায়িত্ব সামলানোর মতো উপযুক্ত নই আমি

ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আট্টারি-ওয়াঘা সীমান্তে মিষ্টি বিতরণ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.): খুশির ঈদে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইটারে নিজের শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি এই উৎসবে সকলের জন্য সুখ-শান্তি কামনা করেছেন তিনি। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে বুধবার সকালেই এই শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ঈদ। এই খুশির ঈদের সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে দেশবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'ঈদ-উল-ফিতর উৎসবে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা সকলকে। প্রার্থনা করি এই উৎসব সকলের জীবনে শান্তি, আনন্দ ও খুশি নিয়ে আসুক।'
অন্যদিকে, এদিন পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়িতে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে ঈদের মিষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স)-এর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ-এর আধিকারিকেরা। ভারতে পাকিস্তানের বিদেশসচিব সোহেল মাহমুদ এবং পাকিস্তানের অ্যাক্টিং হাই কমিশনার সৈয়দ হায়দার শাহ এদিন জামা মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েন। আট্টারি-ওয়াঘা সীমান্তে মিষ্টি দিয়ে খুশির ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে বিএসএফ ও পাকিস্তানি সেনা। পার্লামেন্ট স্ট্রিটের একটি মসজিদে ঈদের নামাজ পড়তে আসেন প্রাক্তন উপ রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ এবং বিজেপি-র শাহনাওয়াজ হুসেইন। গুজরাটের ভাদোদরায় তাইফ নগর মসজিদে নামাজের পর উপস্থিত সাধারণ মানুষকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। কাশ্মীরী গেটের পাঞ্জা শরিফে ঈদের নামাজ পড়েন সংখ্যালঘু বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি।

পাকিস্তান জুড়ে পালন হচ্ছে খুশির ঈদ

ইসলামাবাদ, ৫ জুন (হি.স.) : আজ ঈদ-উল-ফিতার। সারা পাকিস্তান জুড়ে ঐতিহ্যবাহী ও ধর্মীয় উতবের সঙ্গে এইদিনটি পালন করা হচ্ছে। পাকিস্তানের সমস্ত নগর ও শহরের মসজিদ ও ঈদগাহে বুধবার ঈদের নমাজ পড়া হয়। ইসলামাবাদের ফয়জল মসজিদে সরকারি কর্মকর্তারা ঈদের নমাজ পাঠ করেন। প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি ফয়জল মসজিদে নমাজ পাঠ করেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তাঁর বাড়ি বাণী গালাতে যে মসজিদ আছে সেখানে নমাজ পড়েন।
করাচিতে ঈদ এর মূল অনুষ্ঠান হয়েছিল গুলশান ই জিন্না এলাকায়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সিন্ধ-র গভর্নর ইমরান ইসমাইল। পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

খেলা খেলা

অমরনাথ-স্টিভ ও''র লাল রুমাল, আজহারের তাবিজ!

ক্রিকেটাররা ''মহাপুরুষ'' নন, ভালো-মন্দ, মিঠে-কড়া নিয়ে তাঁদেরও চরিত্র। এর মধ্যে একটা স্বভাব একশো জনের মধ্যে ৯৯ জনের আছে- ''কু''সংস্কার। খেলোয়াড় মাত্রই এতে ভোগেন। ওঁরা বিশ্বাস করেন, এই জাতীয় সংস্কার ওঁদের ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থসিদ্ধিতে সাহায্য করে। কাকতালীয় ভাবে এক-আধবার খেটে গেলে কেল্লাফতে, আরও বেশ করে সেটাকে আঁকড়ে ধরেন ক্রিকেটাররা। মানে, আমাদের মাথাব্যথা না থাকলেও চলে। ''কু''সংস্কার যাঁর-যাঁর, তাঁর-তাঁর। আপাতত কিছু স্যাম্পল দিই, রিসার্চ ল্যাবে পরীক্ষা করুন।বিশ্বকাপ বারান্দায়/৪লেজেন্ড ক্রিকেটার মহিন্দর অমরনাথ।ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান অতুলনীয়। টিমের একজন ভাইটাল অলরাউন্ডার।যদিও একজন অসাধারণ-নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর পরিচিতি এবং সে ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই, তবুও দলের বিশেষ দরকারে হাত ঘোরাতে যথেষ্ট পটু ছিলেন অমরনাথ। প্রমাণ-১৯৮৩-র বিশ্বকাপ, ব্যাটে-বলে কাজের কাজটি করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ। ওঁর এই সব কৃতিত্বের মূলে না কি একখানা লাল রঙের রুমাল, যা ওঁর ট্রাউজারের পিছনের পকেটে সযত্নে রাখা থাকত- খেলার মাঠের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

অমরনাথের ধারণা-ওটা বাদে উনি কানা!এ রকম রুমালীয়-টাচে আরও একজন বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার কুপোকাত। নাম স্টিভ ও'', একজন মানবিক সজ্জন চরিত্র। খেলোয়াড় এবং অধিনায়কের ভূমিকায় অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের মানচিত্রে একটা বিশেষ অধ্যায়। তাঁকেও ক্রিকেট মাঠে রুমাল-সহ দেখা গিয়েছে। এবং সেটির রঙও লাল, যা প্যান্টের পকেটে পরিপাটি করে গোছানো থাকত।স্টিভ একটি সাক্ষাতারে নিজেই বলেছিলেন, ''আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এটা আমার গুডলাক''।ওহো বলা হয়নি, লাল রঙা রুমালটা স্টিভ পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ঠাম্মির কাছ থেকে।মহম্মদ আজহারউদ্দিন যেমন ছিলেন চোখ ধাঁধানো ব্যাটসম্যান, তেমনই তাঁর সমসাময়িক ফিল্ডিংয়ে সমকক্ষ কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফিল্ডিং তিনি উপভোগ করতেন।

আজহার সব সময় কালো তাবিজ পরতেন। ভুলেও কাছছাড়া করতেন না, জামার নীচে রাখতেন। কিন্তু মাঠে খেলার সময় সেটি জার্সির উপরেই শোভা পেত। আজহারের প্রত্যয়ী দোদল্যুমান তাবিজ তাঁর সৌভাগ্যের মস্ত বড়ো হাতিয়ার।

সেভিয়ার দায়িত্ব নিলেন প্রাক্তন রিয়াল কোচ

মাদ্রিদ: রিয়াল মাদ্রিদে জিদানের জুতোয় পা গলানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন।যার বড়সড় মাশুলও দিতে হয়েছিল জুলেন লোপেতেগুইকে। জাতীয় কর্তব্য জলাঞ্জলি দিয়ে শেষমেশ রিয়াল কোচের চেয়ারে বসলেও হটসিট একটু বেশিই হট ছিল লোপেতেগুইয়ের পক্ষে।ফলে খুব বেশিদিন লা লিগার স্পটলাইটে থাকা হয়নি তাঁর। চাকরি খোয়াতে হয়েছিল অচিরেই। অবশেষে ৫২ বছর বয়সি জুলেন ফিরলেন ম্যানেজারের চেয়ারে। নতুন মরশুমে লা লিগা দল সেভিয়ার কোচ হিসাবে দেখা যাবে স্পেনের জাতীয় দল ও রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন কোচকে।রাশিয়া বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত স্প্যানিশ ফুটবল সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ছিল লোপেতেগুইয়ের। বিশ্বকাপের পর স্পেনের ফুটবল কর্তাদের সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসার কথা ছিল তাঁর। তবে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না লোপেতেগুই। জিদান রিয়ালের দায়িত্ব ছাড়ার পরেই রিয়াল কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন তিনি। স্পেনের কোচ থাকাকালীনই মাদ্রিদের কোচ হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হন জুলেন।বিষয়টি ভালো চোঠে দেখেনি স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দায়ে বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগেই স্পেনের কোচের পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হয় লোপেতেগুইকে। রাশিয়ার শিবির থেকে দেশে ফিরেই রিয়ালের দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি। তবে কোচ হিসাবে রিয়ালকে প্রাথমিক সাফল্য দিতে না পারায় তিন মাসের মধ্যেই তাকে চাকরি খোয়াতে হয়।

মরশুমের মাঝপথে কোনও ক্লাবই লোপেতেগুইকে নিয়ে অগ্রহ দেখায়নি। মরশুম শেষ হওয়ার পর সেভিয়া আগামী তিন বছরের জন্য চুক্তি সেরে নেয় তাঁর সঙ্গে। লোপেতেগুই সেভিয়ায় জোয়াকিন কাপারোসের স্থলাভিষিক্ত হবেন। জোয়াকিন গত মার্চ মাস থেকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে সেভিয়ার দায়িত্ব পালন করছিলেন। উনাই এমেরি ক্লাব ছাড়ার পরে গত তিন বছরে সেভিয়া এই নিয়ে ছ'জন কোচ বদল করল।লোপেতেগুই ২০১৬ ইউরোর পর স্পেনের জাতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কোচিংয়েই স্পেন টানা ২০ ম্যাচ অপরাজিত ছিল। তবে রিয়ালের হয়ে তাঁর কোচিং অভিজ্ঞতা মোটের সুখকর নয়। লা লিগার ১০টি ম্যাচে লোপেতেগুইয়ের কোচিংয়ে রিয়াল জেতে ৪টি ম্যাচে।ড্র করে ২টি ম্যাচ। পরাজিত হয় ৪টি ম্যাচে।স্পেনের সিনিয়র দলের দায়িত্ব সামলানোর আগে লোপেতেগুই স্পেনের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলকে কোচিং করিয়েছেন। এছাড়াও রায়ো ভালোকানো, রিয়াল মাদ্রিদ-বি এবং পোর্তোর কোচ হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি। এখন দেখার যে, সেভিয়ার কোচ হিসাবে কতটা সাফল্য পান তিনি। সেভিয়া এবার লা লিগায় ছ'নম্বরে থেকে লড়াই শেষ করে। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার সুযোগ হাতছাড়া হলেও আগামী মরশুমে ইউরোপা লিগে দেখা যাবে তাঁদের।

কাইফ কলিং কাইফ! ক্যাটরিনার সঙ্গে কী সম্পর্ক, জানালেন মহম্মদ কাইফ

নিজস্ব প্রতিবেদন : এর আগেও অনেক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছেন, স্যর, আপনার সঙ্গে কি ক্যাটরিনা কাঈফের কোনও সম্পর্ক রয়েছে? যদি না থাকে তা হলে ভবিষ্যতে কি কোনওরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে? ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রয়েছে, এমনটা কখনও শোনাও যায়নি কোথাও। তবুও একদল ভক্ত ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকাকে প্রশ্নটা করতেন। কারণ একটাই। দুজনের পদবিতে মিল রয়েছে। মহম্মদ কাইফ এর আগেও সতর্কতার সঙ্গে এসব অবাঞ্ছিত প্রশ্ন সামলেছেন। এবার অবশ্য ভক্তদের প্রশ্নের সুযোগই দিলেন না। আগেই উত্তর দিয়ে রাখলেন।দুই অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার সঙ্গে ছবি রবি শাস্ত্রীর, বিদ্রুপের শিকার ভারতীয় কোচনেটিজনদের একাংশ ক্যাটরিনা ও মহম্মদ কাইফের মধ্যে মনগড়া সম্পর্কের গুজব ছড়ান। আদতে এসবের কোনওটাই সত্যি নয়। আরও একবার সেই ভুল ভাঙিয়ে দিলেন মহম্মদ কাইফ। এক অনুষ্ঠানে দেখা হল দুজনের। ছবি উঠল। সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করলেন মহম্মদ কাইফ। তার পর ক্যাপশন লিখলেন, শেষ পর্যন্ত কাইফদের দেখা হল। তবে আগেও বলেছি। আবারও বলছি, মনুষ্যত্ব ছাড়া এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অন্য কোনও সম্পর্ক নেই।''''কোহলি অপরিণত'''' মন্তব্য, রাবাডাকে জবাব দেওয়ার অন্য রাস্তা বের করেছেন বিরাটমহম্মধ কাইফ যা-ই বলুন না কেন, নেটিজেনরা থেমে থাকলেন না। তাঁদের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা চলল। কেউ বলেছেন, ''দুই কাইফই জনপ্রিয় হয়েছেন লন্ডন থেকে। একজন নমস্তে লন্ডন ছবির জন্য। আরেকজন লর্ডসে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনালের জন্য।'' কেউ আবার লিখেছেন, এখনও পর্যন্ত সম্পর্ক নেই। তার মানে ভবিষ্যতে কিছু একটা সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! তবে অনেকে আবার ফিল্ডার মহম্মদ কাইফের প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন, মাঠে আপনার ফিল্ডিংয়ের কথা এখনও আমাদের মনে রয়েছে। ওগুলো মিস করি।

ম্যানইউ-র সুদিন আমি ফিরিয়ে আনতে পারি: মারাদোনা

ওয়েবডেস্ক: সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছে ম্যানইউ। মরশুম চলাকালীনই জোসে মোরিনহোর পরিবর্তে কোচ করে আনা হয় ওলে গানারকে। দায়িত্ব পেয়ে সাড়া জাগালেও মরশুমের শেষের বারোটি ম্যাচে মাত্র দুটিতে জয় পেয়েছেন ওলে গানার।লিগে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করে আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও নেই ম্যানইউ। এমন পরিস্থিতিতে ম্যানইউ-র সুদিন তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন বলে জানালেন কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা।ফোর ফোর টু-কে দেওয়া সাক্ষাতারে মারাদোনা জানান, ''যদি ম্যানইউ-র কোচের দরকার পরে তাহলে আমি সেই ব্যক্তি। আমি জানি সাড়া বিশ্ব জুড়ে ওরা প্রচুর জার্সি বিক্রি করে। কিন্তু ওদের ট্রফিও জিততে হবে। যেটা আমি ওদের জন্য করতে পারি''।তিনি আরও জানান, ''ম্যানইউ এক সময়ে ইংল্যান্ডে আমার প্রিয় দল ছিল। কত দুর্দান্ত ফুটবলার খেলেছে সঙ্গে কোচ ছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন। তবে এখন বলতেই হবে ম্যানসিটি আমার প্রিয় ইংলিশ দল। আমি জানি এমনভাবে সমর্থন পরিবর্তন করা ঠিক নয়, তবে এমনটা করার কারণ সার্খিও আগুয়েরো। ওর সঙ্গে কথা হয় এবং ও খুব ভালো দলে খেলে''।

জিওটিভিতে ভারতের পতাকার তলায় ইংল্যান্ডের নাম! অপমান বলছেন নেটিজেনরা

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম খেলা আজ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আজ খেলতে নেমেছে বিরাট বাহিনী। আর সেই খেলাআরও অনেক অ্যাপ, চ্যানেলের মতোই দেখা যাচ্ছে জিও টিভিতে। সেখানেই সকাল সকাল দেখা গেল এক আশ্চর্য ঘটনা।অনেক অ্যাপের মতোই, এখানে বড় প্রিভিউ উইন্ডোতে দেখা যাচ্ছিল আজ খেলা হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের। সেখানে দুই দেশের পতাকা দিয়ে খেলা শুরু সময় লেখা ছিল। হটস্টার অ্যাপের মাধ্যমে জিও টিভিতেও এই খেলা দেখা যাবে বলে বলা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকার তলায় সে দেশের নাম লেখা থাকলেও ভারতের পতাকার তলায় দীর্ঘক্ষণ লেখা রইল ইংল্যান্ডের নাম। ভারতের পতাকার অবমাননা হলেও নির্বিকার ছিল জিও কর্তৃপক্ষ। যদিও পরে ভুল শুধরে নেওয়া হয় জিওর তরফে। ভারতের পতাকার তলায় ফির আসে ভারতেরই নাম। কিন্তু ততক্ষণে সাধারণ মানুষের কাছে এই মারাত্মক ভুলের ছবি পৌঁছে গিয়েছে। নেটিজেনরা বলতে শুরু করেন, ভারতকে অপমান করা হয়েছে এভাবে।

ভারতীয়দের হাতে ''আক্রান্ত'' সানিয়া মির্জা, পাকিস্তানকে নিয়ে ''বাড়াবাড়ি'' করার ''শাস্তি''

পাকিস্তানের দুটো ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে টুর্নামেন্টে। অন্যদিকে, ভারত বৃহস্পতিবারেই প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় সানিয়া মির্জাকে ঘিরে। রীতিমতো ট্রোলড হতে হল টেনিস ক্যুইনকে। পাকিস্তানকে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি। তারপরে ভারতীয় সমর্থকরা ছেড়ে কথা বললেন না তাঁকে! ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল সরফরাজ অ্যান্ড কোং-কে। চূড়ান্ত সমালোচনার মুখে দ্বিতীয় ম্যাচেই ফেভারিট ইংল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ের পথে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিল পাকিস্তান।এরপরেই শ্বশুরবাড়ির দেশ পাকিস্তানকে টুইটারে জোড়া শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন সানিয়া। ''কনগ্র্যাচুলেশন টিম পাকিস্তান দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানো এবং বরাবরের মতো আনপ্রেডিক্টেবল হওয়ার জন্য! বিশ্বকাপ চূড়ান্ত আকর্ষণীয় হতে চলেছে।'' এমনই টুইট করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তার আগে পাকিস্তানের নাম না উল্লেখ করেও সানিয়া নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, খেলা কে কেন ভালবাসবে না? দুর্ধর্ষ এবং সত্যিই আনপ্রেডিক্টেবল। আসলে ফেভারিট বলে কিছু হয় না। আপনি ভাল এবং খারাপ- দুটোই হতে পারেন, সেটা নির্ভর করছে নির্দিষ্ট দিনে আপনি কেমনভাবে পারফর্ম করলেন, তার উপরে। ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রাণ ফিরে পেল।''পাকিস্তানের প্রতি এত ''বায়াসড'' হওয়ার জন্য এরপরেই ট্রোলিংয়ের শিকার হতে থাকেন সানিয়া। বরাবরের মতো। সানিয়ার টুইটের পালটা দিয়ে ভারতের এক ক্রিকেট সমর্থক লিখে দেন, ১৬ জুনের আগে পাকিস্তান কেমন পারফর্ম করল, তা বিবেচনা করে লাভ নেই। কারণ, ভারতের বিরুদ্ধে তো সেই হার হজম করতে হবে। কেউ কেউ আবার বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ০-৬ পিছিয়ে থাকার শোচনীয় রেকর্ডের কথা মনে করিয়ে দেন। অনেকেই সানিয়ার এই পাকিস্তান-প্রীতির জন্য তাঁর শোয়েবের সঙ্গে সম্পর্ককে দায়ী করেছেন। বলে দিয়েছেন, ভালোবাসা হয়তো সত্যিই অন্ধ হয়। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটা দারুণ উপভোগ্য হবে।

ইস্টবেঙ্গলের জালে হাওকিপ, নোদারের সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরণ লাল-হলুদের

কলকাতা: আইএসএল চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এফসি থেকে তিন বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন বোইথাং হাওকিপ। ট্রান্সফার ফি দিয়েই মণিপুরী উইঙ্গারকে আগামী তিন মরশুমের জন্য দলে নিল আই লিগ রানার্সরা। সম্প্রতি আগামী মরশুমের জন্য ধনচন্দ্র, আশুতোষ মেহেতার মত অভিজ্ঞ দেশীয় ফুটবলারকে দলে নিয়েছে পড়শি ক্লাব মোহনবাগান। তারই পালটা হাওকিপকে নিজেদের জালে নিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।পাহাড়ি দল শিলং লাজংয়ের হয়ে ২০০৯ সিনিয়র কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এই মণিপুরী ফুটবলার। সাত মরশুম লাজংয়ের জার্সি গায়ে ৮৯ ম্যাচে ১৩ গোল করা হাওকিপকে ২০১৪ লোনে দলে নিয়েছিল আইএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। মূলত উইঙ্গার হলেও দলের প্রয়োজনে বিভিন্ন পজিশনে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন ফ্রি-কিকে সিদ্ধহস্ত বছর আঠাশের এই ফুটবলার।শিলং লাজং থেকে ২০১৬ পাকাপাকিভাবে আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসি'তে যোগদান করেন হাওকিপ। যদিও মুম্বই এফ সি'র হয়ে বিশেষ খেলার সুযোগ পাননি পাহাড়ি ফুটবলারটি। ২০১৭ মরশুমে প্রথমবার আইএসএল মঞ্চে পদার্পনের বছরে নির্ভরযোগ্য এই ফুটবলারকে দলে নেয় বেঙ্গালুরু এফ সি। দুটি মরশুমে বেঙ্গালুরুর জার্সি গায়ে ২১ ম্যাচে মাত্র ২ গোল করলেও ইউটিলিটি ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন হাওকিপ। ২০১৮ এএফসি কাপে ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু জার্সি গায়ে গোল রয়েছে তাঁর।দেশীয় ফুটবলার রিক্রুটের বিষয়ে চলতি মরশুমের শুরু থেকেই বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ আলেজান্দ্রো মেনেনদেজের সঙ্গে আলোচনে করেই হাওকিপকে নেওয়ার জন্য ঝাঁপায় ইস্টবেঙ্গল। গত মাসে নেরোকা এফসি থেকে মিডফিল্ডার তোনদম্বা সিংয়ের পর ২০১৯-২০ মরশুম শুরুর আগে দ্বিতীয় ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে অফিসিয়ালি লাল-হলুদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন বোইথাং। পাহাড়ি ফুটবলারটির গতি ও অভিজ্ঞতা আগামিদিনে ইস্টবেঙ্গলের সম্পদ হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোয়েস ইস্টবেঙ্গলের অফিসিয়াল পেজে হাওকিপের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। আর ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তিনবছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে হাওকিপ জানান, 'কোয়েস ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পেরে আমি গর্বিত। ফুটবল কেরিয়ারের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গলে খেলার স্বপ্ন দেখে এসেছি। আগামী দিনে ক্লাবে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেব।'হাওকিপের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পাশাপাশি ফিজিক্যাল ট্রেনার কার্লোস নোদারের সঙ্গেও ২০২১ অবধি চুক্তি বর্ধিত করল শতবর্ষে পা রাখতে চলে কলকাতা জায়ান্টরা।

ফরাসি ওপেন: স্বপ্নের সেমিতে মুখোমুখি নাদাল-ফেডেরার

প্যারিস: টেনিস অনুরাগীদের প্রত্যাশাপূরণ করে ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে মুখোমুখি রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেডেরার। মঙ্গলবার শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন নাদাল যখন স্ট্রেট সেটে সহজেই হারালেন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী নিশিকোরিকে, তখন ২০১৫ চ্যাম্পিয়ন স্বদেশী স্ট্যান ওয়ারিঙ্কাকে হারাতে অনেকটাই বেগ পেলেন ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ফেডেরার।বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কারণে এদিন উভয় কোয়ার্টার ফাইনালই বিঘ্নিত হয়। বৃষ্টিবিঘ্নিত কোয়ার্টারে প্রথম সেটেই এদিন ফেডেরারকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন স্বদেশি ওয়ারিঙ্কা। টাইব্রেকারে ৭-৬(৭-৪) ব্যবধানে প্রথম সেটে উতরে গেলেও দ্বিতীয় সেটে গিয়ে ওয়ারিঙ্কার কাছে হার মানেন ফেডেক্স। ৪-৬ ব্যবধানে টুর্নামেন্টের প্রথম সেট খোয়াতে হয় সুইশ কিংবদন্তিকে। প্রত্যাশামতোই তৃতীয় সেটেও কড়া প্রতিদ্বন্দ্বীতার সাক্ষী থাকেন গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকেরা। তৃতীয় সেটও গড়ায় টাইব্রেকারে। তবে টাই ভাঙার খেলায় এক্ষেত্রে ফের শেষ হাসি হাসেন ফেডেরার।৭-৬(৭-৫) ব্যবধানে ফেডেরার তৃতীয় সেট জিতে নেওয়ায় চতুর্থ সেট ওয়ারিঙ্কার সামনে হয়ে দাঁড়ায় টিকে থাকার লড়াই। কিন্তু দ্বিতীয়বার স্বদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না বছর সাঁইত্রিশের ফেডেরার। ৬-৪ ব্যবধানে চতুর্থ সেট জিতে চারবছর পর ফরাসি ওপেনে ফিরে শেষ চার নিশ্চিত করেন তিনি। সাত বছর পর ফরাসি ওপেনের শেষ চারে পৌঁছলেন সুইস তারকা। ৩ ঘন্টা ১৭ মিনিটের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ফেডেরারের অভিজ্ঞতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন ওয়ারিঙ্কা। ম্যাচ জয়ের পর তৃতীয় বাছাই ফেডেরার জানান, 'এই টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হলে তবেই স্বপ্নপূরণ হবে।'অপর কোয়ার্টার ফাইনালে নিশিকোরির বিরুদ্ধে যদিও একপেশে জয় ছিনিয়ে নেন ক্লে-কোর্টের রাজা রাফায়েল নাদাল। দু'ঘণ্টারও কম সময়ে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে রেকর্ড ১২ বার টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন স্প্যানিশ মায়েস্ত্রো। এর আগে ১১ বার সেমিতে পৌঁছে কখনও ট্রফি হাতছাড়া করেননি নাদাল। কোয়ার্টারের লড়াইয়ে এদিন নাদালের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-১, ৬-৩। দ্বিতীয় বাছাই নাদালের সামনে এদিন কার্যত খড়কুটোর মত উড়ে যান সপ্তম বাছাই নিশিকোরি।ম্যাচ জয়ের পর নাদাল জানান, 'টুর্নামেন্টে এখনও অবধি ইতিবাচক টেনিস উপহার দিয়েছি। সেমিফাইনালে সামনে ফেডেরার মানে একটা আলাদা বিষয়। কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো কোর্টে ওর সঙ্গে বা ওর বিরুদ্ধে কাটিয়েছি।' এর আগে ৩৮ বারের মুখোমুখি সাক্ষাতে নাদাল ২৩-১৫ ব্যবধানে অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও শেষ পাঁচবারের সাক্ষাতে সবক'টিতেই বাজি মেরেছেন ফেডেরার।

ওয়ার মতে বিশ্বকাপে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন দল এই দেশটি

ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়ে জয় পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের দুরন্ত বোলিংয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। ১৯৮৩-র পর বিশ্বকাপ ফাইনালে দেখা যায়নি ক্যারিবিয়ানদের। তবে তাদের বোলিংয়ের জেরে অনেক বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশ্বকাপের ডার্ক হর্স তারা।আর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক স্টিভ ওয়া। বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আইসিসির কলমে স্টিভ জানান, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ম্যাচ উইনার রয়েছে যাঁরা ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখবে সুযোগ পেলেই। টুর্নামেন্টে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন দল ওরা। ওদের ব্যাটিংয়ে যা শক্তি তাতে ম্যাচ নিমেশের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতে পারে'' তিনি আরও বলেন, ''ওরা যে মাঠেই নামুক, কোনো মাঠই ওদের কাছে বড়ো নয়। তবে ওদের কিছুটা দুর্বলতাও আছে। বিপক্ষে ভালো বোলিং থাকলে কিছুটা চাপে পড়ে যায়। মাঝেমধ্যে ওরা একপেশে ক্রিকেট খেলে। টুর্নামেন্টের যে কোনো দলই ওদের বিরুদ্ধে খেলতে ভয় পাবে। আমি নক আউটে ওদের মুখোমুখি হতে চাই না''।

CMYK

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় খুঁদে শিল্পীরা। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার মৃত্যুতে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। প্রবীণ সিপিআই(এম) নেত্রী, পার্টির রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড মঙ্গলেশ্বরীী দেববর্মা আজ বিকেলে ৫টা ২৫ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও রাজ্যের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দশরথ দেবের স্ত্রী।

মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার জন্ম স্থান বর্তমান মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা ব্লকের রাজঘাটে। ১৯৫০'র দশকের প্রথম দিকে দশরথ দেবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সম্প্রসারিত করা এবং গণআন্দোলন বিকাশে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১ বছর ৬ মাস তাঁকে আত্মগোপনে থাকতে হয়েছিল। তিনি গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সংগঠনের সাথে জড়িত। রাজ্যে নারীদের মধ্যেও সংগঠন গড়ে তোলায় তিনি অগ্রনী ভূমিকা নেন। কয়েক বছর তিনি গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা ২০০৮ সালে সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্য কমিটির সদস্যা ছিলেন।

তিনি রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছেন। মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার বড় ছেলে, ছোট মেয়ে এবং পুত্রবধূসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে, বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিকাশে তাঁর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছেষ তাঁর শোকার্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত ঈদ-উল-ফিতর, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গুয়াহাটি, ৫ জুন, (হি.স.) : গোটা বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে যথাযোগ্য মর্যাদা, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে আজ বুধবার গুয়াহাটি-সহ সারা রাজ্যে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। রাজ্যের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈদের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে পালন করছেন তাদের অন্যতম প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব। ঈদের অবকাশে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল মুসলিম জাহানের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে রাজ্য তথা দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'আল্লাহ'-এর সন্তুষ্টি লাভের আশায় রাজধানী গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের ধর্মপ্রাণ মানুষ আজ সকালে ঈদগাহ, মসজিদ ও খোলা মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। সকাল সাড়ে আটটায় রাজধানী গুয়াহাটির বুড়ামসজিদ, লাখটকিয়া, মাছখোয়া, জালুকবাড়ি, হাতিগাঁও, দক্ষিণ শরণিয়া, সিজুবাড়ি, গাড়িগাঁও, আটগাঁও, কবরিগাঁও ঈদগাহ ইত্যাদি ছাড়াও ডিব্রুগড়, বরপেটা, কোকরাঝাড়, গোসাঁইগাঁও, নগাঁও, সামাগুড়ি, হোজাই, ডবকা, নলবাড়ি, শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জেলার বহু ঈদগাহে মুসল্লিরা ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।

এদিকে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল মুসলিম জাহানের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে রাজ্য তথা দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে প্রদত্ত পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তাঁরা এই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

এতে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। হিংসা ও হানাহানি ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনি-গরিব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। তাঁরা বলেন, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন পরিব্যাপ্তি লাভ করুক এটাই হোক ঈদ-উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক।

রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ আরও বলেন, রাজ্যের সকল মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক-আজকের দিনে জগতের সর্বময়ের কাছে এই প্রার্থনা করি। পরম করমণাময়ের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি অসম ও মুসলিম উম্মাহের উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করছি আজ।

বিজেপিকর্মীর নাম করে সিপিএমকর্মীর হুমকি তৃণমূলকর্মীকে

দুর্গাপুর, ৫ জুন(হি.স.): রামের অর্থাৎ বিজেপি নেতার নাম নিয়ে তৃণমূলকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল সিপিএমের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। আর তাই নিয়ে শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

আতঙ্কিত তণমূলকর্মীর পাশাপাশি বিজেপির ওই নেতাও পুলিশে অভিযোগ দায়ের করল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের কাঁকসায়।

ঘটনায় জানা গিয়েছে, কাঁকসা ২ নং কলোনীর সুব্রত চক্রবর্তী নামে এক তৃণমূলকর্মীকে হুমকি দেওয়ার অডিও ক্লিপিং ভাইরাল হয় সোশ্যাল সাইটে। অভিযুক্ত রামরূপ রায় কাঁকসার সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনায় সুব্রত চক্রবর্তী জানান,' দুদিন আগে রাত্রে রামরূপ ওরফে বাবু ফোন করে হুমকি দেয়।

মেরে হাত- পা ভেঙে দেব বলে। এবং তার পাশে বিজেপির রমন শর্মা বসে রয়েছে বলে জানায়। গোটা বিষয়টি পুলিশে লিখিত জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এদিকে বিজেপি নেতা রমন শর্মাও বুধবার অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান,' রামরূপ দলের কোন কর্মী নয়। তাকে চিনি না। সিপিএমের অনেক বেনোজল এখন বিজেপিতে ঢুকে এধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। হিংসা ছড়াচ্ছে। বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত করছে।' তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। পাশাপাশি গোটা বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের ফলাফলে গেরুয়া শিবিরের উত্থানে ভোট ভাগাভাগির অঙ্কে শোরগোল রাজ্য রাজনীতিতে। বামের ভোট রামে আবার তৃণমূলের চোরাস্রতে ফুটেছে পদ্ম তাই নিয়ে সুর চড়িয়েছে ডান-বাম সকলে। কাঁকসার এই ঘটনায় ওই জল্পনা আরও উস্কে দিয়েছে। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য রামরূপ রায় সাফাই দিয়ে বলেন,' কি হয়েছে, আমার জানা নেই। আমি বাইরে রয়েছি।'

রাজ্যেও পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। বুধবার রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। সুকান্ত একাডেমিতে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, নতুন প্রজন্মকে সচেতন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরিবেশ শান্ত না থাকলে মানুষ শান্তভাবে বসবাস করতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। বনস্পতি শান্তিতে না থাকলে মানুষ কোনও দিনই শান্তিতে থাকতে পারবে না। মানুষ ও প্রকৃতি সমান্তরাল বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অংক, ফিজিক্স ও ক্যামেস্ট্রিতে ভালো ফলাফল করলেই দায়িত্ববান হওয়া যায় না। প্রত্যেককে রাষ্ট্রের প্রতি দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ববান হতে হবে। প্রকৃতি সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে নিজেদের দূরে রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। প্রকৃতি ছাড়া উন্নতি প্রগতি সম্ভব নয়।

ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্যোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার সহ অন্যান্যরা। প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একতার প্রতীক হল রক্ত। রক্ত কোথাও তৈরি করা যায় না। একমাত্র রক্তদানের মাধ্যমেই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এ ধরনের মহতী কাজে এগিয়ে আসায় ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উপ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, ফটোর মধ্য দিয়েও কোন জিনিসকে জীবন্ত করে তোলা যায়। এজন্য প্রয়োজন দক্ষতা। শুধু মন্ত্রী ও নেতাদের ফটো তুললেই চলবে না। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ফটোর মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে হবে। রাজ্যের ফটো গ্রাফারদের অনেক ফটোই তাদের দক্ষতার পরিচয় বহন করছে বলেও উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই বাইক আরোহী

রায়গঞ্জ, ৫ জুন (হি.স.) : খুশির ঈদে পথ দুর্ঘটনা উত্তর দিনাজপুরে উ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় দুই যুবককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।

উত্তর ছয়ের পাতায় দেখুন

কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের বজেন্দ্র নগর এলাকায় বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ জুন ।। গোটা দেশের সাথে রাজ্যের দুটি আসনেও বিজেপি প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়লাভ হয়েছেন।রাজ্যের ২ নং পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী রেবতী কুমার ত্রিপুরা বিপুল ভোটে জয় লাভের পরিপ্রেক্ষিতে আজ উত্তর জেলার কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের বজেন্দ্র নগর এলাকায় বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আজকের বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। উপস্থিত ছিলেন কদমতলা মন্ডল সভাপতি বিদ্যাভূষণ দাস,উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি সুব্রত দেব সহ বজেন্দ্র নগর এলাকার অসংখ্য বিজেপি কর্মী সমর্থক।

প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আজকের বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গোটা বজেন্দ্র নগর এলাকার পথ পরিক্রমা করে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গেরুয়া আবির, ব্যান্ডপার্টি ও নানান ধরনের সংগীতের মধ্য দিয়ে দলীয় কর্মী সর্মথকরা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেন। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে বিজয় মিছিলের পর রাজ্য শিল্পো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বজেন্দ্র নগর এলাকায় বৃক্ষরোপণ করেন।তারপর সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ জন ভোটার স্বেচ্ছায় সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। ওই ১০০ জন ভোটারকে দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন টিংকু রায় মহোদয়। এদিকে সংবাদকর্মীদের সামনে শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় মহোদয় বলেন,গোটা ভারতবর্ষ সহ রাজ্যের মানুষ বিজেপি দলকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।কেন্দ্রে বিজেপি সরকার রাজ্যে বিজেপি সরকার এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।কারণ কেন্দ্রে যে সরকার ও রাজ্যে যে সরকার পরিচালনা করে সেই সরকার যদি পঞ্চায়েত স্তরে থাকে তাহলে জনগণের সুবিধা,সেই অর্থে রাজ্যের জনগণ পৃথিবী দলকে জয়ী করবেন এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি দলের জয় নিশ্চিত। পাশাপাশি টিংকুর রায় মহোদয় আরো বলেন,আজ পবিত্র ঈদের দিনে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয় সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই বিজেপি দল সবকা সাথ সবকা বিকাশে বিশ্বাসী। অপরদিকে উল্লেখযোগ্য যে,২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের সময় ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের বজেন্দ্র নগর এলাকা থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবচেয়ে কম ভোট এসেছিলো।কিন্তু ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বজেন্দ্র নগর এলাকা থেকে সবথেকে বেশি ভোট ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসেছে।সবশেষে শিল্প উন্নয়ন এবং এর চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন এর পরিবেশন করেন। মধ্যাহ্নভোজন এ ছিল ভাত, ডাল সিদল চাটনি ও মাংস।বিজয় মিছিলে উপস্থিত সকল কর্মী সমর্থকদের খাইয়ে টিংকু রায় মহোদয় নিজেও কর্মী-সমর্থকদের সাথে বসে মধ্যাহ্নভোজন করেন।

নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে নিমতায় যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুন (হি.স.) : দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হওয়ায় তৃণমূল নেতা নির্মল কুন্ডুর বাড়িতে যাচ্ছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভর সন্ধ্যায় বাইকে চড়ে এসে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এরপর থেকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকয়। নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সেখানে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা নিমতা যাচ্ছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধে ৬.৩০ মিনিটে নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে নিমতা তিনি।

ইতিমধ্যে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ২ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই বিজেপি কর্মীর নাম সুমন কুণ্ডু ও উম মণ্ডল বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের দফায় দফায় জেরা করছে পুলিশ। তবে বারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা ইতিমধ্যে খুনের ঘটনার সঙ্গে তারা যে জড়িত তা স্বীকার করে নিয়েছে। এমনকি এই ঘটনার পিছনে পোক্ত কোনও হাত কাজ করেছে তাও কার্যত দুই অভিযুক্ত স্বীকার করে নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কে সে তা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।

পরিস্থিতিতে যে স্বাভাবিক নয় তার প্রমাণ হাতেনাতে মেলে ভরসন্ধ্যায় তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা মতো, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিমতার ঠাকুরতলায় নিজের পাড়ার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন দমদম উত্তর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি নির্মল কুণ্ডু। সেই সময়ই খুব জোড়ে বাইক চালিয়ে দুষ্কৃতীরা এলাকা থেকে পার হচ্ছিল। হঠাই চলন্ত বাইক থেকে গুলি মারা হয় নির্মল কুণ্ডুকে নিশানা করে। খুব কাছ থেকেই তাঁকে টার্গেট করে চলে গুলি চালায়।

লোকসভা ভোটে উত্তর ২৪ পরগনায় গেরিয়া শিবিরের উত্থান হয়েছে। জেলার ৫টির মধ্যে ২টি দখল করেছে বিজেপি। ভোট পরবর্তী সময় তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা। ঘরছাড়াদের দেখতে নৈহাটিতেও গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বহু তৃণমূল পার্টি অফিসও বিজেপি দখল করে নেয় বলে অভিযোগ রাজ্যের শাসক দলের।

পার্থেনিয়াম নির্মূল ও সচেতনতা অভিযান

কলকাতা, ৫ জুন(হি.স.): বুধবার বেহালার 'মাদাম কুরী সায়েন্স সোসাইটি'' এবং ''কিউরিয়াস মাইন্ড''-এর খুদে পড়ুয়ারা পথে নামে।সাবেকিয়ানা ও সাধারণ ভাবনার থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে পরিবেশ দিবসে তাঁরা মানুষকে সচেতন করে যে পার্থেনিয়াম নামে আগাছার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কী ভাবে পরিবেশ কে মুক্ত রাখা যায়।

সকাল থেকেই মুখোশ এবং দস্তানা পড়ে নেমে পড়েন সংগঠনের সদস্যরা। সখেরবাজারের সন্তোষ রায় রোড ধরে শুরু হয় পার্থেনিয়াম নির্মূল অভিযান। উপস্থিত ছিলেন 'মাদাম কুরী সায়েন্স সোসাইটি'-র সভাপতি অধ্যাপক অমিতাভ গাঙ্গুলী এবং 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি'-র পঃবঃ রাজ্য চ্যাপ্টারের পক্ষে আশিষ সামন্ত। পার্থেনিয়াম নির্মূলের পাশাপাশি এই ব্যাপারে এলাকার মানুষকে সচেতন করে তোলা হয় দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে।

আশিসবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''এই আগাছাটি এতটাই ক্ষতিকর যে এর থেকে মানুষের হাঁপানি, ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ, চুলকুনির মত চর্মরোগ,গবাদি পশুর বৃক্ক ও যকৃতে রোগ দেখা যায়। এই রোগের কোন ওষুধ নেই এবং অতি দ্রুত ছয়ের পাতায় দেখুন

উধমপুরে মিনিবাস উল্টে নিহত তিন ও আহত সাত

জম্মু, ৫ জুন (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনিবাস উল্টে নিহত তিন ও আহত সাত। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে উধমপুরের বাররেইনে যাত্রীবোঝাই মিনিবাসটি এক হোটেলের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শুরু হল সবরমতী নদী পরিষ্কারের কাজ

আমেদাবাদ, ৫ জুন (হি. স.) : দূষিত সবরমতী নদী পরিষ্কার করার কাজ শুরু হল বুধবার। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গুজরাটে এই উদ্যোগের উদ্বোধন করা হল এদিন। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) ন্যাশনাল ওয়াটার কোয়ালিটি কর্মসূচির আওতায় দেশের সবচেয়ে দূষিত নদীগুলির মধ্যে অন্যতম গুজরাটের সবরমতী নদী। ঐতিহাসিক সবরমতী আশ্রমের কাছাকাছি নদীর তীর থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির নেতৃত্বে ''স্বচ্ছ সবরমতী মহা অভিযান'' (সবরমতী নদী পরিষ্কার অভিযান) চালু হয়। আগামী ৯ জুন পর্যন্ত চলবে এই অভিযান।

বুধবার, আমেদাবাদে দুফনালা ও ভাসনা ব্যারেজের মধ্যে প্রসারিত নদীর একটি অংশ পরিষ্কার করার কাজে সামিল হন হাজার হাজার নাগরিক। নদীর তীরে একটি অংশ পরিস্কার করার কাজে হাত লাগান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন বিজয় রূপানি বললেন, 'বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমরা সবরমতী নদী পরিষ্কারের অভিযান শুরু করেছি। সবরমতী ঐতিহাসিক নদী, এবং বিগত বহু বছরের মধ্যে এই ধরনের ড্রাইভ প্রথমবারের মতো পরিচালনা করা হচ্ছে। আহমেদাবাদ কর্পোরেশনের এই উদ্যোগের ফলে এই পরিচ্ছন্নতা ড্রাইভে অংশ নিতে হাজার হাজার জনগণ সামিল হয়েছেন। এই বর্ষায় সবরমতী নদীতে পরিচ্ছন্ন জল প্রবাহিত হবে।' জৈবিক অক্সিজেন চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি সিপিসিবি গবেষণা অনুযায়ী, সবরমতী নদী দেশের সবচেয়ে দূষিত নদীগুলির মধ্যে একটি। এটি গুজরাটের শীর্ষ তিন দূষিত নদীগুলির মধ্যে অন্যতম, অপর দুটি হল আমলাখাদি ও খাদি। আহমেদাবাদ পৌরসভার কমিশনার বিজয় নেহরা, এই উদ্যোগ যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত, উত্তেজনার সঙ্গে জানান, 'আজকে আহমেদাবাদে যা ঘটছে তা ব্যাখ্যা করার মতো কোনও শব্দ নেই। সবরমতী নদী পরিষ্কার করার জন্য একত্রিত হয়েছে গোটা শহর। নদীঘাটে তিল ধারণের জায়গা নেই!'

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.) বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার নয়ডায় বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের সদর দফতরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দফতর চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। পরিবেশের গুণগত মানের উন্নতির জন্য একটি মাত্র পথই আমাদের সামনে খোলা রয়েছে, তা হল বৃক্ষরোপণ বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন রবীন্দ্রকিশোর সিনহা বলেন, প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হলে আরও বেশি পরিমাণে গাছ লাগানো উচিত। গাছ হচ্ছে মানব জীবনের অভিন্ন অঙ্গ। মানুষের জীবনধারণের জন্য গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে গাছকে রক্ষা করাটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই আরও বেশি পরিমাণে গাছ লাগানো উচিত। পাশাপাশি পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখার জন্য জন সচেতনতার একান্ত প্রয়োজন। এদিন বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দুস্থান সমাচারের সম্পাদক রামবাহাদুর রায়, কার্যকারী সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, সহ-সভাপতি অরবিন্দ মার্ডিকর, এইচএস নিউজের সম্পাদক বিজয় ত্রিবেদী-সহ বহু বিশিষ্ট সাংবাদিকউ উল্লেখ্য, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বার্তায় দেশবাসীকে প্রকৃতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজা রাখার কথা বলেছেন। পাশাপাশি জনগণকে আরও বেশি করে বৃক্ষরোপণ করার আহ্বান করেছেন। এ ছাড়াও বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৃক্ষরোপণ করেন। ২০১৯ সালের পরিবেশ দিবসের থিম হচ্ছে ''বিট দি হিট''। গোটা পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা জন্য প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।